NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ বাংলাদেশ টেস্টে উড়িয়ে দেওয়ার মতো দল নয়, বললেন অশ্বিন

টোকিয়োর পর প্যারিসেও সোনা, বিন্দ্রা-ভক্ত অবনীর অভিনব কীর্তি ৮

কলকাতা ৩১ অগস্ট ২০২৪ ১৪ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৮২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.08.2024, Vol.18, Issue No. 82, 8 Pages, Price 3.00

সেমিনার হলের দ্বিতীয় বিতর্কিত ভিডিয়োরও ব্যাখ্যা ডিসি সেন্ট্রালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের সেমিনার হলে যেখানে মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়েছিল, তা পুলিশ ঘিরে ফেলে। সেই ঘিরে ফেলা অংশের কয়েকটি ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে কলকাতা পুলিশ স্পষ্ট করে, ওই ঘিরে ফেলা জায়গায় কোনও 'বহিরাগত' ছিলেন না। তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই ওই জায়গায় ছিলেন বলে দাবি করা হয়। শুধু তা-ই নয়, শুক্রবারের সাংবাদিক বৈঠকের সময় কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় দু'টি ছবিও দেখান। সেই ছবিতে যাঁদের দেখা গিয়েছে তাঁদের পরিচয়ও স্পষ্ট করেন তিনি।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের সেমিনার হলের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছিল দিন কয়েক আগে। সেই ভিডিয়ো ঘিরে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। সেই ভিডিয়োয় সেমিনার হলের ভিতরকার দৃশ্য বন্দি হয়েছিল। দেহ উদ্ধারের পর কী ভাবে এত লোক ঘটনাস্থলে ছিলেন, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। পরে পুলিশ ওই ভিডিয়ো নিয়ে ব্যাখ্যা করে জানায়, ঠিক যেখান থেকে দেহটি উদ্ধার হয়েছিল, সেই জায়গা 'সুরক্ষিত'ই ছিল। পুলিশ ঘিরে রেখেছিল জায়গাটি। তার বাইরে ঘরের অন্য একটি অংশের ভিডিয়ো করা হয়েছে। তবে পরে ওই ঘিরে ফেলা অংশের কিছু ফুটেজ প্রকাশ্যে আসে। তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বাধে।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে ইন্দিরা দু'টি ছবি দেখান। সেই ছবি দেখিয়ে তিনি জানান, ওই এলাকায় যাঁরা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই কলকাতা পুলিশের লোক। ওই ছবিতে কাদের কাদের দেখা যাচ্ছে, ধরে ধরে তাঁদের পরিচয় দেন ইন্দিরা। তাঁর কথায়, 'ওই অংশে গোয়েন্দা বিভাগের ভিডিয়োগ্রাফার, পুলিশ কমিশনার, ফরেন্সিক বিভাগের সদস্য, টালা থানার পুলিশ কর্মী, ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা ছিলেন।' ছবিতে উপস্থিত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ইন্দিরা আরও জানান, ৯ অগস্ট সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যেই পুলিশ ঘিরে ফেলেছিল ঘটনাস্থল। কোনও ভাবেই সেই অংশে বাইরের লোক ঢুকতে পারেননি। প্রমাণ নষ্টের যে তত্ত্ব প্রকাশ্যে আসছে, তা সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে দাবি করেন ইন্দিরা।

ইন্দিরা আগেই জানিয়েছিলেন, সেমিনার হলের দৈর্ঘ্য ৫১ ফুট, প্রস্থ ৩২ ফুট। দেহ উদ্ধারের পর ওই ঘরের ৪০ ফুট অংশ পুলিশ ঘিরে ফেলেছিল। হাসপাতাল থেকে নেওয়া সাদা কাপড় দিয়ে ঘেরা হয়েছিল জায়গাটা। ঘরের বাকি অংশ, অর্থাৎ ১১ ফুট জায়গায় কয়েক জন দাঁড়িয়েছিলেন। ভিডিয়োটা সেই জায়গারই।

ধর্ষকের কঠোর সাজা চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আবার চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্ষণের বিরুদ্ধে কড়া আইন চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আবার চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরজি কর-কাণ্ডের আবহে। আট দিনের ব্যবধানে। শুক্রবার মোদিকে লেখা সেই দু'পাতার চিঠিটি সমাজমাধ্যমেও পোস্ট করেছেন মমতা।

গত ২২ অগস্ট ধর্ষণ বিরোধী কঠোর আইন বলবৎ করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে প্রথম চিঠিটি লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবারের চিঠির গোড়াতেই সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে মমতা লিখেছেন, 'অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে লেখা সেই চিঠির কোনও জবাব এখনও পর্যন্ত আসেনি।' তবে মোদিকে লেখা ওই চিঠির যে প্রতিলিপি কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রককে পাঠানো হয়েছিল, তার জবাব এসেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কিন্তু ধর্ষণের মতো অপরাধ রুখতে সংসদে বিল পাশ করিয়ে দোষীর 'কঠোরতর এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি'র প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম চিঠিতে তিনি লিখলেও নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের তরফে পাঠানো জবাবি চিঠিতে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনও উত্তর মেলেনি বলে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ। তিনি লিখেছেন, 'আমি যে গুরুত্ব দিয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, সমাজ সম্পর্কিত বিষয়টি নিয়ে ভেবেছিলাম, গতানুগতিক জবাবি চিঠিতে সেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।'

প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো প্রথম চিঠিতে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে ১৫ দিনের মধ্যে যাতে ধর্ষণের মামলায় দোষীর বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে শাস্তি নিশ্চিত করা যায়, সেই বিষয়ে সওয়াল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পাশাপাশি, ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের বিচার পরিকাঠামো (বিশেষ ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, পকসো মামলার জন্য পৃথক আদালত গঠন প্রভৃতি) নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রথম চিঠিতে যে বিষয়গুলি জানানো হয়েছিল, নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের প্রত্যুত্তরে সে প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ নেই বলে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ

বিজেপির মহিলা মোর্চার মিছিল, পুলিশের সঙ্গে বচসা, ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির মহিলা মোর্চার মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। রাজ্য মহিলা কমিশনের সামনেই সেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। বাধা পেয়ে রাস্তাতেই বসে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। বৃষ্টির মধ্যেই বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন তাঁরা। শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে বচসা। তবে শেষে পুলিশ পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধি দলকে কমিশনের মধ্যে যাওয়ার অনুমতি দেয়। প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল, দেবশ্রী চৌধুরীরা ভিতরে যান। তার পর ভেতর থেকেই কমিশনের মূল গেটে প্রতীকী তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা। তবে লকেটেরা কোনও স্মারকলিপি দেননি। তাঁদের দাবি, তাঁরা কমিশনে এসেছিলেন দেখতে সদস্যরা আছেন কি না। যে সময় লকেটেরা কমিশনের ভিতরে যান, তখন দপ্তরে ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়।

আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে কেন চুপ রাজ্য মহিলা কমিশন, এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার কমিশনের সদর দপ্তরে অভিযানের কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপির মহিলা মোর্চা। সল্টলেকের করুণাময়ীতে জমায়েতের কথা ছিল। তার পর মিছিল করে সিটি সেন্টার ওয়ান পর্যন্ত যাওয়ার পরিকল্পনা। সেখানে রাজ্য মহিলা কমিশন দপ্তর ঘেরাও করবেন বলে জানিয়েছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। কয়েক দিন আগে শ্যামবাজারের ধর্নামঞ্চ থেকে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

বিজেপি মহিলা মোর্চার মিছিলের নেতৃত্বে লকেট ছাড়াও ছিলেন অগ্নিমিত্রা পল, ফাল্গুনী পাত্র, দেবশ্রী চৌধুরীরা। ব্যানার, পতাকা, পোস্টার হাতে মহিলারা পা মেলান মিছিলে। হাতে ছিল প্রতীকী তালাও। রাজ্য মহিলা কমিশনের দপ্তরে তালা লাগিয়ে দেওয়ার ডাক দিয়েছিল মহিলা মোর্চা। এই কর্মসূচি প্রথমে করুণাময়ীতেই আটকে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল পুলিশের। সূত্রের খবর, সেখানে যানজটের আশঙ্কা করে মিছিল আটকানো হয়নি। তবে কমিশনের দপ্তরের সামনেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিভিন্ন জায়গা থেকে করুণাময়ীর দিকে আসছিলেন বিজেপির মহিলা কর্মীরা। অভিযোগ, জমায়েতের আগেই মহিলা কর্মীদের আটকে দেওয়া হয়। নিক্কো পার্কের কাছে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জড়ো হয়েছিলেন মহিলারা। সেখান থেকেই বাসে করে করুণাময়ী যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশ সেই বাস আটকে দেয় বলে অভিযোগ। পুলিশি বাধা পেয়ে রাস্তাতেই বসে পড়েন লকেটেরা। শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে বচসা, ধস্তাধস্তি। শেষে পুলিশ লকেটদের আটক করে। তবে পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। লকেটের কথায়, 'আমাদের অবৈধ ভাবে আটকে দিয়েছিল পুলিশ। কোনও কাগজ দেখাতে পারেনি। এয়ারপোর্টের আড়াই নম্বর গেটের কাছেও আমাদের কর্মীদের আটকানো হয়। যত বাধা দেবে, তত এগোব। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের ভয় পাচ্ছেন। কত আটকাবে? গোটা রাজ্যের মানুষই তো পথে নেমেছেন।'

প্রাথমিক ভাবে বিজেপি মহিলা মোর্চার এই অভিযান মঙ্গলবার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে ওই দিন নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'। ফলে বিজেপির কর্মসূচি পিছিয়ে শুক্রবার করা হয়। উল্লেখ্য, আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি।

প্যারালিম্পিক্সে ভারতের ইতিহাস

প্যারিস, ৩০ অগস্ট: প্যারালিম্পিকে ভারতের ইতিহাস। প্যারালিম্পিক্সের ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টে প্রথম বার পদক জিতল ভারত। শুক্রবার প্যারিসে ভারতকে ব্রোঞ্জ পদক এনে দিলেন প্রীতি পাল। উত্তরপ্রদেশের মেয়ে মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ের টি-৩৫ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতলেন। ১৪.২১ সেকেন্ড সময় করে পদক জিতেছেন প্রীতি।

২০২৪ সালের মে মাসে বিশ্ব প্যারা অ্যাথলিট চ্যাম্পিয়নশিপে টি৩৫ ২০০ মিটার ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। সময় নিয়েছিলেন ৩০.৪৯ সেকেন্ড। এর ফলে প্যারালিম্পিক্সে সরাসরি সুযোগ পেয়ে যান। এর পর টি-৩৫ ১০০ মিটার ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতেন। দু'টি ক্ষেত্রেই ভারতের প্রথম প্যারা স্প্রিন্টার হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। তার আগে বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়ান ওপেন প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে দু'টি সোনা জিতেছিলেন তিনি।

অন্যদিকে, অলিম্পিক্সে কোনও ভারতীয় মহিলা শুটারের সোনার পদক নেই। প্যারালিম্পিক্সে সেই কীর্তি গড়েছিলেন অবনী। মাত্র ১৯ বছর বয়সে টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সে সোনা জিতেছিলেন। এ বারে সেই আরও এক কীর্তি। পর পর দু'টি অলিম্পিক্সে সোনা জিতলেন অবনী। ২০১২ সাল থেকে হুইলচেয়ারে বসে থাকা অবনী বুঝিয়ে দিলেন ইচ্ছে থাকলে কোনও বাধাই কঠিন নয়।

প্যারিস প্যারালিম্পিক্সের শুটিং থেকেই তৃতীয় পদক পেল ভারত। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের এসএইচ ওয়ান ইভেন্টে রুপো পেলেন মণীশ নারওয়াল। ২৩৪.৯ স্কোর করলেন তিনি। এ বারের গেমস থেকে দেশকে চতুর্থ পদক দিলেন তিনি।

শাহের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য রাজ্যপালের

নয়াদিল্লি, ৩০ অগস্ট: আরজি কর আবহে দিল্লিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তাঁরা। ঠিক কী নিয়ে কথা হয়েছে তা স্পষ্ট করেননি রাজ্যপাল। তবে বেরিয়ে বললেন, 'অন্ধকার সুড়ঙ্গ শেষে আলো থাকে।' এই মন্তব্য অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। বৃহস্পতিবার বিকেলেই কলকাতা থেকে দিল্লি উড়ে যান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

এরপর দুয়ের পাতায়

দেশের বৃহত্তম বধাবন বন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মোদি

পালঘর, ৩০ অগস্ট: মহারাষ্ট্রের পালঘরে ভারতের সবচেয়ে বড় বন্দর বধাবন বন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বন্দরের বহুমুখী সুবিধার্থে এই প্রকল্পটি তৈরি করতে খরচ হবে আনুমানিক ৭৬ হাজার কোটি টাকা। শুধু বধাবন বন্দরই নয়, শহরে ২১৮ টি ফিশারিস প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন এদিন মোদি। যার আনুমানিক খরচ ১ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা। ভারতের উন্নয়নকল্পে এই বন্দর ও প্রকল্পগুলো 'বিশেষ' বলেও বৃহস্পতিবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন।

সরকারের তরফে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এই বন্দর প্রকল্পগুলো ভারতের বন্দর সংক্রান্ত সুবিধাগুলো বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জলপথে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে। বধাবন বন্দরটি বিশ্বের ১০টি বন্দরের মধ্যে একটি হতে চলেছে, যা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বহু বছরের প্রতীক্ষার পর বধাবন বন্দর প্রকল্পটি অবশেষে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বন্দরটি চালু হয়ে যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

জুম্মার নমাজে ২ ঘণ্টার বিরতি বাতিল অসমে

গুয়াহাটি, ৩০ অগস্ট: ১৯৩৭ সালে মুসলিম লিগের আমলে যে নিয়ম লাগু হয়েছিল অসম বিধানসভায়, ২০২৪ সালে সেই নিয়মে দাঁড়ি টানল হিমন্ত সরকার। জুম্মার নমাজের জন্য ২ ঘণ্টার বিরতির নিয়ম বাতিল করল অসম বিধানসভা। এ প্রসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়ে হিমন্ত বিশ্বশর্মা লেখেন, 'অতীতের ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি থেকে অবশেষে মুক্তি পেল অসম বিধানসভা।' নিয়ম প্রত্যাহারের পর শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা লেখেন, 'জুম্মার নমাজের জন্য ২ ঘণ্টার বিরতির নিয়ম তুলে নেওয়া হয়েছে অসম বিধানসভা থেকে। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লিগের নেতা সৈয়দ সাদুলা এই নিয়ম চালু করেন। সেই ঔপনিবেশিকতার আরও একটি চিহ্ন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল।

বিজেপিতেই চম্পাই

রাঁচি, ৩০ অগস্ট: সব জল্পনার অবসান। বিজেপিতেই যোগ দিলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন। শুক্রবার রাঁচিতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং শিবরাজ সিং চৌহানের উপস্থিতিতে এক মেগা জনসভায় গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান ঝাড়খণ্ডের 'টাইগার'। তাঁর বহু অনুগামীও ওই সভা থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি চম্পাই শিবিরের।

আরজি করের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই। নিহত ছাত্রীর পরিবারকে ফোন করে প্রথমে অসুস্থতা ও পরে আত্মহত্যার তথ্য দেন আরজিকরের তৎকালীন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারই। এবার তিনি কেন্দ্রীয় এজেন্সির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে। সুপ্রিম কোর্টে উঠেছিল আরজি করের মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের কথা। সে প্রসঙ্গ উঠতে বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা বলেছিলেন, 'তাঁর আচরণ অত্যন্ত সন্দেহজনক।'

এরইমধ্যে তিনটি অডিয়ো ভাইরাল হয়। আর এই ভাইরাল হওয়া অডিও নিয়ে রীতিমত শোরগোল শুরু হয়। এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই এই মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। সিবিআই সূত্রে এও জানানো হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে ওই মহিলা অ্যাসিট্যান্ট সুপার জানিয়েছেন, সেদিন দেহ উদ্ধার হওয়ার পর সেখানে অনেক ছাত্র -ছাত্রী এবং আধিকারিক ছিলেন। চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রধান তাঁকে ছাত্রীর বাড়িতে ফোন করে খবর দিতে বলেন। সূত্রের দাবি, বাড়িতে যেহেতু বয়স্ক লোক আছেন, তাই তাঁরা যাতে বিচলিত না হয়ে পড়েন বা উদ্বিগ্ন না হয়ে পড়েন, তাই অসুস্থতার কথা বলতে বলা হয় বলেই দাবি করেন তিনি। সিবিআইয়ের কাছে মহিলার আরও দাবি, অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি দু'বার ফোন করে অসুস্থতার কথা বলেন। কিন্তু সময় অনেকটা কেটে গেলেও পরিবার না পৌঁছনোয় আবারও তিনি ফোন করেন পরিবারকে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মহিলা অ্যাসিসট্যান্ট সুপারের দাবি অনুযায়ী, ঘাবড়ে গিয়ে সুইসাইড বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সত্যিই কি তিনি ঘাবড়ে গিয়ে আত্মহত্যার কথা বলেছিলেন নাকি ঘটনাটি আত্মহত্যার মোড়ক দেওয়ার জন্য কেউ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা নিয়ে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, অত্যন্ত সন্দেহজনক তাঁর ভূমিকা। সিবিআইও তাঁকে স্ক্যানারেই রাখছে বলে খবর।

শুক্রেও সিবিআই-দুয়ারে সন্দীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ সিবিআই দপ্তরে পৌঁছন তিনি। এই নিয়ে ১৪ দিন সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিলেন সন্দীপ। গত ১৩ দিনে ১০০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সন্দীপকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা। গত রবিবার সকালে অবশ্য সিবিআই-ই পৌঁছে গিয়েছিল সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়িতে। আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি ওই হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির তদন্তের দায়িত্বও পেয়েছে সিবিআই। দু'টি মামলাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপকে।

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

একদিন

আগমনী

একমাস ব্যাপী বিশেষ আয়োজন

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সেজে উঠবে দুর্গাপুজোর আঙ্গিকে রচিত কবিতা, ছোট গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ফ্যাশন-সহ বিভিন্ন রচনায়।

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "পুজোর লেখা" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

পুজোর ছুটিতে যাত্রী সুবিধার্থে স্পেশাল ট্রেন চালাবে পূর্বরেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর ছুটিতে ঘুরতে যাওয়া ভ্রমণপিপাসু যাত্রীদের জন্য সুখবর। বেশিরভাগ বাঙালি পুজোর ছুটিতে ঘুরতে যাওয়ার জন্য ঠিক ষষ্ঠীর দিনটাই বেছে নেন। ওই সময় কেউ পুরী, কেউ কাশ্মীর, কেউবা দার্জিলিং-কে গন্তব্যস্থল হিসাবে বেছে নেন। যদিও সময় মত টিকিট কাটা অনেকেরই হয়ে ওঠে না, আর সেই সময় বেশিরভাগ ট্রেনেই ওয়েটিং লিস্টের লাইন লম্বা থাকে। অথচ পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছেও সকলের থাকে। তাই তাদের চিন্তা দূর করতে ও যাত্রার বাধার মুশকিল আসান করতে পূর্ব রেল পূজা স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল।

অক্টোবর মাসের ৯, ১৬ এবং ৩০ তারিখ (অর্থাৎ কালীপুজোর আগের দিন) এবং নভেম্বর মাসের ৬ তারিখ (অর্থাৎ ছট পুজোর আগের দিন) দার্জিলিং যাওয়ার জন্য যাত্রীদের জন্য হাওড়া থেকে ছাড়বে ০৩০২৭ আপ স্পেশাল ট্রেন। ট্রেনটি হাওড়া থেকে রাত ১১ টা ৫৫ মিনিটে ছেড়ে ব্যান্ডেল জংশন, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর রোড, মালদা টাউন, বারসোই, কিষাণগঞ্জ ও আলুয়াবাড়ি রোড হয়ে পরের দিন সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিটে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছাবে। যারা ইতিমধ্যেই ওই সময়ে দার্জিলিঙে যাওয়ার টিকিট পেয়েছেন কিন্তু আসার টিকিট কেটে উঠতে পারেননি, তাদের জন্য আগামী অক্টোবর মাসের ১০, ১৭, ৩১ এবং নভেম্বর মাসের ৭ তারিখ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হাওড়া আসার জন্য ০৩০২৮ ডাউন স্পেশাল ট্রেন চলবে। ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দুপুর ১২ টা ৪৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করে আলুয়াবাড়ি রোড, কিষাণগঞ্জ, বারসোই, মালদা টাউন, জঙ্গিপুর রোড, আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপধাম, ব্যান্ডেল হয়ে রাত ১২ টা ১০ মিনিটে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাবে। ট্রেনটিতে একটি এসি ফার্স্ট এবং এসি ২ টায়ার কম্বাইন্ড কোচ, একটি এসি ২ টায়ার, পাঁচটি এসি ৩ টায়ার, একটি এসি ৩ ইকোনমি, আটটি স্লিপার কোচ এবং ৩টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস কোচ থাকবে।

এছাড়াও আসন্ন পূজা, দীপাবলি এবং ছট পূজার সময় যাত্রার উল্লেখযোগ্য চাহিদা উপলব্ধি করে, পূর্ব রেল শিয়ালদা ও জয়নগর এবং কলকাতা ও পাটনার মধ্যে দুটি পূজা স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার ফলে ৩১,২০০টি বার্থ তৈরি হবে। অতিরিক্ত যাত্রার বিকল্প প্রদান করে, পূর্ব রেল নিশ্চিত করতে চায় যে যাত্রীরা যেন তাদের প্রিয়জনদের সাথে উৎসবের মরসুম উদযাপন করতে পারেন, যাত্রার বন্দোবস্ত নিয়ে কোন চিন্তা ছাড়াই। এটি মাথায় রেখে, ০৩১৮৭/০৩১৮৮ শিয়ালদা-জয়নগর এবং ০৩১৩৫/০৩১৩৬ কলকাতা- পাটনা পূজা স্পেশাল চালাবে পূর্ব রেল। শিয়ালদা-জয়নগর পূজা স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি শনিবার শিয়ালদা থেকে রাত ১১ টা ৫৫ মিনিটে ছেড়ে পরের দিন দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে জয়নগর পৌঁছাবে। ট্রেনটি ৫ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর (৯টি ট্রিপ) পর্যন্ত চালানো হবে। ০৩১৮৮ জয়নগর-শিয়ালদা পূজা স্পেশাল প্রতি রবিবার বিকেল ৩ টা ২৫ মিনিটে জয়নগর থেকে ছাড়া হবে। পরের দিন ভোর ০৫ টা ১৫ মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছাবে। ট্রেনটি ৬ অক্টোবর থেকে ১ ডিসেম্বর (৯টি ট্রিপ) পর্যন্ত চালানো হবে। ট্রেনটি উভয় দিকেই বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জসিডি, ঝাঁঝা, কিউল, সমস্তিপুর, দরভাঙ্গা, সাকরি এবং মধুবনী স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী, স্লিপার ক্লাস ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আসনের ব্যবস্থা থাকবে। ০৩১৩৫ কলকাতা-পাটনা পূজা স্পেশাল প্রতি মঙ্গলবার কলকাতা থেকে রাত ১১টা ৫০ মিনিটে ছেড়ে পরের দিন সকাল ১০টা ২৫ টায় পাটনা পৌঁছাবে। ১ অক্টোবর থেকে ২৬ নভেম্বর (৯টি ট্রিপ) পর্যন্ত চালানো হবে। ০৩১৩৬ পাটনা-কলকাতা পূজা স্পেশাল প্রতি বুধবার দুপুর ১২ টা ১৫ মিনিটে পাটনা থেকে ছেড়ে একই দিনে রাত ১১ টা ৫৫ মিনিটে কলকাতা পৌঁছাবে। ২ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর (৯টি ট্রিপ) পর্যন্ত চালানো হবে। এই ট্রেনটিও উভয় দিকেই বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জসিডি, ঝাঁঝা, কিউল, মোকামো, বখতিয়ারপুর এবং পাটনা সাহেব স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনটিতেও সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী, স্লিপার ক্লাস ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আসনের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। শীঘ্রই পূজা স্পেশালের বুকিংয়ের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল।

আরজি করকাণ্ডে শিয়ালদা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করল আইএসএফ সমর্থকরা।

শারদোৎসবের প্রাক্কালে মানুষকে বইমুখী করতে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং সরকারের যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্রসদন-নন্দন-বাংলা আকাডেমি প্রাঙ্গণে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড আয়োজন করল শারদ বই পার্বনের। ৩০শে অগস্ট থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত থাকবে এই বই মেলা।

শাহের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য রাজ্যপালের

প্রথম পাতার পর

বঙ্গভবনে রাতে ছিলেন তিনি। শুক্রবার দুপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে যান আনন্দ বোস। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তাঁরা। বেরিয়ে বললেন, 'অন্ধকার সুড়ঙ্গ শেষে আলো থাকে।' বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে আরজি কর আবহে বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে একরাশ উষ্মাপ্রকাশ করেছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিও জানিয়েছিলেন। তার পরই এই সাক্ষাত স্বাভাবিকভাবেই একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তবে ঠিক কী নিয়ে কথা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। যদিও আনন্দ বোসের মন্তব্য ইতিবাচক বলেই মনে করছে ওয়াকিবহলমহল।

রাজ্যের মহিলাদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং আর জি কর হাসপাতালের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে বিজেপির ডাকে ধর্মতলায় ধর্না অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিং, সুভাস সরকার, তাপস রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এবার শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক সহায়িকা ইপিএফ এর সুবিধা পাবেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে এই মর্মে নির্দেশিকা প্রকাশ হয়েছে। ২০২৪ এর পয়লা এপ্রিল থেকে এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে এই পেশায় যুক্ত প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। ৬০ বছরের পর অবশ্য নেওয়ার সময় এককালীন আর্থিক সুবিধা পাবেন তারা।

সরাসরি ধান বিক্রিতে চাষিদের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারকে সরাসরি ধান বিক্রি করতে হলে বাধ্যতামূলক ভাবে নাম রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। চাষিরা রেজিস্ট্রেশন ছাড়া সরকারকে ধান বিক্রি করতে পারবেন না। ফড়ে রাজ কমাতেই এই উদ্যোগ বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে। কৃষি দফতরের পোর্টাল থেকে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। বিভিন্ন সরকারি সহায়তা কেন্দ্র থেকেও চাষিরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন। প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে তাঁদের স্থানীয় সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আধার কার্ড, কৃষক বন্ধু কার্ড, জমির নথি ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা আবশ্যিক। অনলাইনে স্লট বুকিংয়ের মাধ্যমে ধান বিক্রি করতে হবে। তবে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে পাল্টা প্রশ্নও উঠছে। আর তা হল, রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে অনেক নথির প্রয়োজন। অনেক চাষির নেই সেইসব নথি। তাঁরা সমস্যায় পড়বেন। যদিও খাদ্য দফতরের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটা মেনেই কৃষকদের ধান বিক্রি করতে হবে। পদ্ধতিগত ভাবে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা সমস্যা হচ্ছে, তবে কৃষকেরা মানছেন, বায়োমেট্রিক দিয়ে ধান বিক্রি করার পদ্ধতি আসায় অনেকটাই স্বচ্ছতা ফিরেছে। ফড়ে রাজ কমেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৯৬৮ নং এফিডেভিট বলে Dibas Malik ও Bibas Malik S/o. S/o. Kartik Malik R/o. Sachitara, Belun, Pandua, Hooghly– Pin-712149 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Joysurya Malik.

নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৮৬১ নং এফিডেভিট বলে Pradeep Patel S/o. Deoram Bhai Patel ও Prodip Patel S/o. D B Patel সাং হারপুর, ধনিয়াখালি, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৮৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Kamaleswar Sharma ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Lalji Sharma ও S. L. Sharma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Shubhamay Kundu, পিতা শঙ্কর কুন্ডু, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-5120170192187 নাম Subhamay Kundu হইয়াছে। ৩০.৮.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর নোটারী পাবলিকের এফিডেভিটবলে Shubhamay Kundu ও Subhamay Kundu একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৮৬৬ নং এফিডেভিট বলে Dilip Kumar Sarawgi S/o. Kashi Prasad Sarawgi ও Dilip Kr. Sarawgi S/o. K. R. Sarawgi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৬ নং এফিডেভিট বলে Asis Kumar Nan S/o. Raghunath Nan ও Ashish Nan S/o. R. N. Nan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি SANTOSH TRIPATHEE পিতার নাম BRIJENDRA NATH TRIPATHEE ঠিকানা ৫৩/১ Baidyapara Lane, P.O– Baidyabati P.S- Serampore, District, Hooghly, Pin– 712222 ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, হুগলী জেলার, শ্রীরামপুর কোর্টে Affidavit দ্বারা আমার পিতার নাম BRIJENDRA NATH TRIPATHEE ও BRIJENDRA TRIPATHEE একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। Affidavit No. 9725 তারিখ ২৭.০৮.২০২৪.

নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৮৬৪ নং এফিডেভিট বলে Abdul Hasem Mondal S/o. Fakir Mahammad Mondal ও Sk Abdul Hosen Mondal S/o. F. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Netai Chandra Halder / Netai Haldar S/o Late Sudarshan Halder residing at Vill – Jhaudari, P.O. Sadhur Hat, Dist.- 24 Paraganas(s), West Bengal – 743504 have changed my name and shall henceforth be known as Netai Halder as declared before the Notary Public Office of the District Magistrate Court, Bikash Bhawan, North 24 Paraganas vide affidavit no. 96AB351742 dated 29/08/2024 Netai Chandra Halder, Netai Haldar and Netai Halder all are same and identical person.

Wanted Assistant Professors in permanent vacancy in the following subject (A) Hindi: 1, (B) Computer Science: 1. Post require: Eligibility as per NCTE norms 2014, Course B.Ed Interested Candidates are requested to send their CV to mnm@mnmttc.org
M N M Teachers Trainning College (B.Ed.)
Address- Dhaneswarpur, Pingla, 721166, West Medinipur
Ph No.: 9733809780

বিজ্ঞপ্তি

আমি নাড়ুগোপাল সরকার বহরমপুর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৬০/১৯৯০ মোতাবেক তেজরাইপুর মৌজাতে ২৩৭, ২৩৫,৪৫৩,৫২৮,৬৭০,৭০৩ দাগ নম্বরগুলিতে আমার দাদা নন্দন কুমার সরকারকে আম্মোক্তার করিয়াছিলাম যাতে তিনি উক্ত দাগগুলিতে ক্রয়, বিক্রয়, বি. এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন, কোর্ট সমস্ত জায়গায় আমার পক্ষে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমার অন্যতম মক্কেল শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষ পিতা প্রয়াত নন্দলাল ঘোষ, গ্রাম : কাঠাল বেড়িয়া, পো : বেথুয়াডহরী, থানা : নাকাশিপাড়া, জেলা : নদিয়া, দলিল নং ৩৬১৮-১৯৮৩ এবং ৩৬২৯-১৯৮৩, বি এল এবং এল আর ও বেথুয়াডহরী অফিসের নিকট বেলা ১২.৩০ টা নাগাদ ২৩.০৮.২০২৪ তারিখে হারিয়ে গিয়েছে। কোনও ব্যক্তির উক্ত দলিল বিষয়ে কোনও দাবি থাকলে বা পেয়ে থাকলে, অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

জয়দীপ মুখার্জি (অ্যাডভোকেট)
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা : ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
ই-মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা-হুগলীর জেলা জজ আদালত, হুগলী এ্যাট চিনসুরা
ম্যাট্রিমোনিয়াল সুট নং- ২৬৮ /২০২৩
পৃথ্বিশ সরকার ....দরখাস্তকারী
(বনাম)
নর্মদা সরকার ওরফে নর্মদা সাহা.. প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অত্র মোকর্দ্দমার প্রতিপক্ষ কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অত্র দরখাস্তকারী **পৃথ্বিশ সরকার**, পিতা- শ্রী নেপাল চন্দ্র সরকার, সাং ব্যান্ডেল, পো:- ব্যান্ডেল, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২ ১২৩ প্রতিপক্ষ **নর্মদা সরকার ওরফে নর্মদা সাহা** স্বামী-শ্রী পৃথ্বিশ সরকার (পিতা ঁনারায়ন চন্দ্র সাহা) সাং- বাঙালপাড়া ফার্স্ট বাইলেন, পো:- সাঁতরাগাছি, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১১০৪ নামে বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মোকর্দ্দমা দাখিল হইয়াছে। এক্ষনে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত মামলায় আপনি অথবা আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত নিযুক্তীয় উকিলবাবুর দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইবেন অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা একতরফা বিচার হইয়া যাইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
প্রভাকর রায় (উকিলবাবু)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
হুগলী জজ আদালত, চুঁচুড়া।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা জজ আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া
রেফা : ম্যাট সুট নং ৪৪৫/২০২২

এতদ্বারা বিবাদী **শ্রী অরিজিৎ রায়**, পিতা - মৃত অশোক রায়, সাকিম - বর্ধমান হাউসিং কমপ্লেক্স, শাখারিপুকুর, কোয়ার্টার নং এস ৬১, পোঃ - শ্রীপল্লী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান আপনাকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে আপনার স্ত্রী **শ্রীমতী মহুয়া রায় দাস**, পিতা - মৃত মানিক চন্দ্র দাস, সাকিম ও পোঃ খন্যান, জেলা - হুগলী, আপনার বিরুদ্ধে হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্টের ১৩(১এ) (১বি) ধারা মতে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন আদালতের নির্দেশে **শ্রী মহুয়া রায় দাস** এই বিজ্ঞপ্তি জারি করিতেছেন। উক্ত বিষয়ে আপনার কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের অন্দরে জেলা জজ আদালতের নিকট স্বয়ং অথবা কোনো নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমাটির একতরফা শুনানী হইবে।

অনামিকা ঘোষ (এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া জজ কোর্ট, হুগলী - ৭১২১০১
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
চুঁচুড়া জজ আদালত, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ, সিনিয়ার ডিভিশন, প্রথম আদালত, চুঁচুড়া
রেফা :- দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং ১০৯/২০২৩।
বাদী : শ্রীমতী নমিতা নন্দী
-বনাম-
বিবাদী : শ্রী রাজা ব্যানার্জ্জী

শ্রী রাজা ব্যানার্জ্জী, পিতা শ্রী চন্দ্র শেখর ব্যানার্জ্জী ভাড়াটিয়া বিধায়ে বসবাসের সাকিম- শ্রীমতী নমিতা নন্দী, ঘটকপাড়া, কনকশালী, পোঃ ও থানা -চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০১, বর্তমান সাকিম -কনকশালী কদমতলা, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০১

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী নমিতা নন্দী, স্বামী শ্রী অলোক কুমার নন্দী, সাকিম- ১৭৯, কনকশালী, নন্দীপাড়া, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০১, অপরাপর ব্যক্তির সহিত আপনার বিরুদ্ধে জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা উত্তর চন্দননগর, জে.এল. নং২১, ঘটকপাড়া মহল্লাস্থিত ওয়ার্ড নং ২৮, এল.আর. খতিয়ান ভুক্ত ১৫৪৯ নং দাগের ০.০৪২ সহস্রাংশ বাস্তু জমি, যাহার এল.আর. দাগ নং ২২৪, হোল্ডিং নং ৫৫৮/১০, একতল বিশিষ্ট পাকা বাড়ী যাহার একটি শয়ন ঘর, একটি রান্না ঘর, একটি বাথরুম, পায়খানা তৎসহ ডাইনিং হল, সিঁড়ি ও সিঁড়ি সংলগ্ন ঘর ও ছাদ, জল কলের যোগাযোগ রহিয়াছে, ঘরটির বিষয় লইয়া ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের উক্ত নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা বিষয়ে আপনার কোনোরূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনি স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক বাদীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

বাদীর পক্ষে :
শ্রী শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায় (উকিলবাবু)
আদালতের অনুমত্যানুসারে :
শ্রীচরণ সিং (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন
১ম আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন আদালতে ও বি. এল এ্যান্ড এল.আর ও নিম্নলিখিত ল' ক্লার্কসগণ কাজ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস রাজ্য কাউন্সিলের শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭ম তল) ১নং বেলেঘাটা রোড, কলকাতা-৭০০০১৪, ঠিকানায় তাহাদের নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে পারেন। উপোরক্ত ঠিকানায় কাউন্সিল দপ্তরে।

১) জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- নারায়ণগড়, (ক) শ্রীকৃষ্ণগোপাল নন্দী,
(২) জেলা-হাওড়া, থানা- উলুবেড়িয়া, (খ) সেখ হায়দার।

Sd/- Adhir Manna
President
A.I.L.C.F.
West Bengal State

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল কৌশিক গোস্বামী ও শৌভিক গোস্বামী সর্ব পিতা চিন্তা হরন গোস্বামী ইংরাজি ০১/০২/২০১৩ সালে শান্তিপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে ৫৬৬ নং আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ১) রাজকুমার নাগ পিতা - কাঁশিনাথ নাগ সাং- অদ্বৈত সড়ক, শান্তিপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪, ২) মিতালী গোস্বামী স্বামী- শ্রী রামলোচন গোস্বামী সাং- ১৪ হোচিমিন সরনী, মঙ্গলম পার্ক, ফ্লাট নং- এ/৪- ৪০৩/ বেহালা, কোলকাতা- ৭০০০৩৪ ইং- ২৫/০১/২০২২ সালে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর অফিসে ২২ নং আমমোক্তার নিযুক্ত করেন (ক) দেবরঞ্জন দাস পিতা- শ্রী বৈদ্যনাথ দাস সাং- বড় গোস্বামী পাড়া, শান্তিপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ ৩) মহান চক্রবর্ত্তী ও শ্রী অভিনব চক্রবর্ত্তী সর্ব পিতা শ্রী সুদীপ চক্রবর্ত্তী সাং- গ্রাম গড়েরধর পুরশ্রী, চন্দননগর, পো: চন্দননগর, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী আমমোক্তার নিযুক্ত করেন শ্রী রাজকুমার নাগ পিতা- কাঁশিনাথ নাগ সাং- বড় গোস্বামী পাড়া, শান্তিপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ কে । জমির বিবরণ: মৌজা ২৫ নং বাইগাছি, এল. আর. খতিয়ান- ৭১৪, এল. আো. দাগ নং- ২৩২৩, ২৩২২, ২৩২০, ২৩২১, ২৩২৯, ২৩৫৮, ২৩৪২, ২৩৩৪, ২৩৩৮, ২৩৩৭, ২৩৩৫, ২৩৩৯, ২৩২০, ২৩১৯, ২৩৫০, ২২০৭ । জমির পরিমাণ- ৬২৯ শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে নতুবা আইনানুগ পদক্ষেপ হইবে।

মোনালিসা ব্যানার্জী (অ্যাডভোকেট),পূর্ব বর্ধমান।

NOTICE

Before the Court of District Delegate at Chinsurah, Hooghly-
Act XXXIX case No. 37 of 2023.
Smt Arundhuti Saha ....Petitioner

Applicant :-- Smt Arundhuti Saha, W/o Chiranjib Saha, D/O. Late Manimala Bhattacharya of Pratappur, P.O & P.S Chinsurah, District Hooghly, Pin- 712101, West Bengal.

It is hereby informed to all that I **Smt Arundhuti Saha** have filed an application for succession Certificate u/sec. 372 of Indian Succession Act, 1925 as amended uptodate before the Ld. District Delegate, Hooghly at Chinsurah, vide Reg. no. Act XXXIX Case no. 37 of 2023, with respect of Share Certificates (details mentioned hereinbelow) of my mother **Late Monimala Bhattacharya**, W/o. Lt. Maniruddin Ahmed of Joraghat, P.O - & P.S- Chinsurah, District- Hooghly, Pin-712101.

At this juncture if anyone/someone has/have any say/objection regarding issuance of succession certificate in respect of the Share Certificates, mentioned hereinbelow, then such person/s shall appear before the Ld. Court as mentioned herein above either personally or by his/their Ld. Advocate within 30 (thirty) Days from the date of this publication in the daily circulated News Paper; otherwise, the aforesaid Act XXXIX Case No. 37 of 2023 shall be decided accordingly.

Schedule

COMPANY NAME- ITC LTD

ACCOUNT NO	SHARE CERTIFICATE NO.	NO. OF SHARES	DISTINCTIVE NOs
02/21895	5180	1340	10790991-10792330
	71387	670	2508820116-2508820785
	156899	2010	3836968383-3836970392
	233089	2010	8061129565-8061131574

Valuation as on 27.06.2023 is Rs.26,83,953 /- (Rupees Twenty Six Lacs Eighty Three Thousand Nine Fifty Three) Only.

For Applicant/Petitioner
Abhiroop Ghosh (Advocate)
W.B. 1604 of 2009

by the order of Ld. Court
Charan Singh (Sheristader)
District Delegate, Hooghly,

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩১ শে আগষ্ট। ১৫ ই ভাদ্র। শনি বার। ত্রয়োদশী তিথি, জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি র প্রয়াণ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩১ অগস্ট ২০২৪ ১৪ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার

মুখ্যসচিব কে হবেন জল্পনার মাঝেই সচিব পদে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যসচিব কে হবেন তা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই সচিবপর্যায়ে রদবদল করল রাজ্য সরকার। শনিবারই মেয়াদ শেষ হচ্ছে বর্তমান মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার। যদিও লোকসভা ভোটের মধ্যেই তাঁর কর্মজীবনের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। কিন্তু ভোট চলাকালীন মুখ্যসচিব পদের দায়িত্ব নতুন কারো হাতে দিতে চায়নি রাজ্য। তাই কেন্দ্রের কাছে ভগবতী প্রসাদের জন্য তিন মাসের এক্সটেনশনের অনুমতি চাওয়া হয়। কেন্দ্রের কর্মীবর্গ মন্ত্রক সেই অনুমতি দিয়েছিল। সেই তিন মাসের বর্ধিত মেয়াদ শেষ হচ্ছে শনিবার ৩১ অগস্ট। সূত্রের খবর, ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকার জন্য আরও তিন

মাসের এক্সটেনশন চেয়ে কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছিল নবান্ন। কিন্তু শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত তার কোনও জবাব মেলেনি। ফলে দোলাচলে রয়েছে নবান্ন। গোপালিকার মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে দিল্লির অনুমতি না এলে শনিবারের মধ্যেই পরবর্তী মুখ্যসচিবের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে। সেক্ষেত্রে এদিনই পরবর্তী মুখ্যসচিবের নাম ঘোষণা করতে হবে রাজ্য সরকারকে। এরমধ্যে এদিন অর্থ দফতর থেকে সরানো হয়েছে মনোজ পন্থকে। পরিবর্তে রাজ্যের নতুন অর্থ সচিব করা হল অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পদ মর্যাদার অফিসার প্রভাত কুমার মিশ্রকে। প্রভাত কুমার মিশ্র এতদিন সেচ ও জল সম্পদ উন্নয়ন দফতরের সচিব ছিলেন। এতদিন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পদ মর্যাদার অফিসার রোশনি সেন মৎস্য দফতরের সচিব পদে ছিলেন। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁকে জল সম্পদ উন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হল। অর্থাৎ মনোজ পন্থের যেমন দায়িত্ব কমল, তেমনই আবার রোশনি সেনের দায়িত্ব বাড়ল। সেই সঙ্গে বড় পদোন্নতি হল প্রভাত কুমার মিশ্রর।

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে নতুন অধ্যক্ষ নিয়োগ করল স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পর নতুন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পেল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ। একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের নতুন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগের কথা জানাল স্বাস্থ্য দফতর। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে নতুন অধ্যক্ষ হচ্ছেন শুভ্র মিত্র। তিনি ওই হাসপাতালেরই চেস্ট মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে এতদিন অধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন চিকিৎসক অজয় রায়। স্বাস্থ্য ভবন জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ আসা না পর্যন্ত শুভ্রই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলাবেন।

উল্লেখ্য, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে সন্দীপ ঘোষকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছিল স্বাস্থ্য দফতর। কিন্তু তাঁর নিয়োগ নিয়ে আপত্তি তোলেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা। সন্দীপ অধ্যক্ষের দায়িত্বে থাকাকালীনই আরজি করে মেডিক্যাল কলেজে এক জুনিয়র মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার পরেই সন্দীপের অপসারণের দাবিতে সরব হন আরজি করের জুনিয়র ডাক্তারেরা। সেই দাবির চাপে সন্দীপকে আরজি করের অধ্যক্ষ পদ থেকে সরানো হলেও পরে বদলি করে দেওয়া হয় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে। সরকারের ওই সিদ্ধান্ত জানার পর থেকে নতুন করে সন্দীপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হয়। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন, তাঁরা সন্দীপকে কলেজে ঢুকতে দেবেন না। অধ্যক্ষ বদলের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালান বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভের জেরে কাজেই যোগ দিতে পারেননি সন্দীপ। তার মধ্যেই কলকাতা হাই কোর্ট রাজ্যকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, 'বিতর্কিত' চিকিৎসক সন্দীপকে এখ নই কোথাও অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। ফলে ছুটিতে পাঠানো হয় তাঁকে। এখন প্রতিদিনই সিবিআইয়ের জেরা চলছে সন্দীপ ঘোষকে।

ঘটনার দিন সন্দীপের গতিবিধি খতিয়ে দেখছে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ চলছে দেশ জুড়ে। এদিকে সবথেক বড় ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে আরজি কর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যে ফোন গিয়েছিল তা নিয়ে। কারণ, নির্যাতিতার মা-বাবার দাবি ছিল, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রথমে জানিয়েছিলেন মেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বারবার ফোনে তাঁরা জানতে চেয়েছেন, কী হয়েছে তাঁদের মেয়ের। কিন্তু হাসপাতালের তরফে স্পষ্ট উত্তর তাঁরা পাননি। সেদিন ঠিক কী রকম ছিল সন্দীপ ঘোষের গতিবিধি তা এবার খতিয়ে দেখতে চাইছে সিবিআই।

সিবিআই সূত্রের খবর, সন্দীপ তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, সকাল ১০ টা নাগাদ তিনি বাড়িতে ছিলেন। স্নান করছিলেন। সেই সময়ে হাসপাতালের তরফে সুমিত রায় তপাদার তাঁকে ফোন করেন। তিনি স্নান করছিলেন, ফলে ফলে কল মিসড হয়। পরে তিনি কল ব্যাক করেন। সুমিত তাঁকে দেহ উদ্ধারের কথা জানান। কিছুক্ষণের মধ্যে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি।

এরপরই প্রশ্ন ওঠে, এই ফোন পাওয়ার পর কাকে কাকে ফোন করেন সন্দীপ তা নিয়েই। সূত্রের খবর সন্দীপ দাবি করেছেন, হাসপাতালে যেতে যেতে ওসি টালা, এমএসভিপি ও হাসপাতালের কয়েকজনকে ফোন করেন তিনি। ওসি (টালা)কে ফোনে পেয়ে তাঁকে ঘটনাস্থল সিকিউর করতে বলেন। ফোন করেন রোগী কল্যাণ সমিতির সুদীপ্ত রায়কে। চেষ্ট মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধানকেও ফোন করেন বলে দাবি সন্দীপের। এরপর সকাল ১১টা নাগাদ হাসপাতালে পৌঁছান তিনি। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, গাড়ির চালককে কখন ডেকেছিলেন সন্দীপ। গাড়ির চালকই বা গাড়ি নিয়ে কখন তাঁর বাড়িতে যান তা নিয়েও। এই বিষয়গুলির সঙ্গে সন্দীপ ও যাঁদের তিনি ফোন করেছিলেন, তাঁদের সিডিআর, টাওয়ার লোকেশন দেখা হচ্ছে সিবিআইয়ের তরফে। কিন্তু ঘটনার পরবর্তী সময়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে এখনও একাধিক জায়গায় ধোঁয়াশা রয়েছে দাবি সিবিআইয়ের।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ভাঁড়িয়ে প্রতারণা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধরা পড়ল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কোটি কোটি টাকার তোলাবাজ। ধৃতের নাম কৌশিক সরকার, নিউটাউনের বাসিন্দা। রাজ্য সরকার এমনকি কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে বলে দাবি করে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করত বলে অভিযোগ। হাবভাব, চালচলন দেখে অনেকেই ভাবতেন ওই ব্যক্তির ক্ষমতা নেহাত কম নয়। শুধু তাই নয়, তাঁর কাছে থাকত তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম লেখা লেটার হেড প্যাডও। ফলে সন্দেহ করতেন না অনেকেই। শেষ পর্যন্ত হাতেনাতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কৌশিক সরকার নিউটাউন এলাকার তৃণমূল নেতা বলেই পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে আগেও প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি শাসক দলের শীর্ষনেতার নাম করে জায়গা-জমির কেলেঙ্কারি করার অভিযোগও শোনা যায় এলাকায় কানপাতলেই। সম্প্রতি এক ব্যবসায়ী শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

তিনি অভিযোগে জানান, তাঁর একটি কাজ করে দেওয়ার কথা বলে টাকা নিয়েছিলেন কৌশিক। পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করানোর কথা বলে তাঁকে ডেকেছিলেন ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের সামনে। পরে তাঁকে বলা হয়, 'অভিষেক নেই। তাই দেখা করা যাবে না।' দু-দফায় বেশ কিছু টাকাও নেওয়া হয় তাঁর কাছ থেকে। কৌশিকের বিরুদ্ধে চার কোটি টাকার তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে চিনারপার্ক এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে নোটিস জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযান নিয়ে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে নোটিস দিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কারণ, নবান্ন অভিযানের দিন বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশি পদক্ষেপ মানবাধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে বলে মনে করছে মানবাধিকার কমিশন। একইসঙ্গে মানবাধিকার কমিশনের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই ঘটনার কারণ দেখিয়ে দু' সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে কলকাতার নগরপালকে।

মানবাধিকার কমিশনের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং গ্রেফতারের পরও অত্যাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ এসেছে। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে নোটিস পাঠায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ অগস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'। তারই প্রেক্ষিতে জনৈক ব্যক্তি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে পুলিশের পদক্ষেপ 'নৃশংস' বলা হয়েছে। এমনকী যাঁরা গ্রেফতার হন, তাঁদের উপরও অত্যাচার চালানোর অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই নোটিস। ১৪ দিনের মধ্যে সিপি বিনীত গোয়েলকে জবাব দিতে বলা হয়েছে। সেদিন পুলিশ কী কী পদক্ষেপ করেছে, যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাদের বিরুদ্ধেই বা কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট'ও মানবাধিকার কমিশনের তরফে চাওয়া হয়েছে।

আরজি করকাণ্ডে টলিউডকে বিঁধলেন কুণাল, বাদ গেলেন না অরিজিৎও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডে যেভাবে সরব হয়েছেন টলিউডের কলাকুশলী, তাতে বাংলার ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বলে ধারনা তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের। এই পরিস্থিতিতে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে 'দ্য ডায়েরি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'। এই ছবিটির বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে রয়েছে বাংলার সমসাময়িক রাজনীতির বাতাবরণ, যা শাসকদলকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। এ কারণে ছবিমুক্তি আটকাতে হাইকোর্টে মামলাও হয়। যদিও, এই ছবি মুক্তি পেল শুক্রবার। হাইকোর্ট কোনও পদক্ষেপ করেনি এই ছবির মুক্তি আটকাতে।

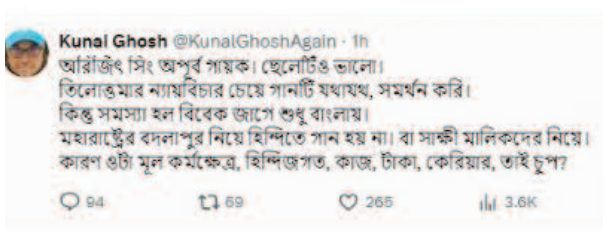

এদিকে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'আফসোস লাগে। মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বহু পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা এমন কিছু রাজনৈতিক ছবি করেন যা সমাজে বিজেপির পক্ষে ন্যারেটিভ তৈরি করে। এবার তো বাংলা নিয়েও কুৎসার ঝুলি আসছে। অথচ টলিগঞ্জের বাবু-বিবিরা, যাঁরা মমতাদির পাশে, দলে, মঞ্চে, ছবির ফ্রেমে থাকেন, তাঁরা নিজেদের ইমেজ গড়তে, পেশার সৌজন্য নিয়ে ব্যস্ত। দিদির পাশে ছবি দিয়ে গুরুত্ব বাড়ান কিন্তু মমতাদির বায়োপিক বা তৃণমূলের পক্ষে বার্তা যেতে পারে, এমন কোনও সিনেমার কথা তাঁরা ভাবেন না।'

শুধু সিনেমা নয়, আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় যে প্রতিবাদী গান উঠে এসেছে, তা নিয়েও মন্তব্য করেন কুণাল। তিনি এক্স হ্যান্ডল-এ গায়ক অরিজিৎ সিংয়ের প্রশংসা করেও আফসোসের কথাই লেখেন। কুণাল জানান, 'অরিজিৎ সিং অপূর্ব গায়ক। ছেলেটিও ভাল। তিলোত্তমার ন্যায়বিচার চেয়ে গানটি যথাযথ, সমর্থন করি। কিন্তু সমস্যা হল বিবেক জাগে শুধু বাংলায়।'

রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরত পেতে চলেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় চিটফান্ড দুর্নীতির তদন্তে এবার আমানতকারীদের জন্য সুখবর। রোজভ্যালির আমানতকারীদের অনেকেই টাকা ফেরত পেতে চলেছেন। এই মামলাগুলির তদন্ত শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। তবে বিভিন্ন চিটফান্ডে রাখা টাকা এখনও ফেরত পাননি বহু আমানতকারী। সেই চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে অন্যতম ঘটনা অবশ্যই রোজভ্যালি কেলেঙ্কারি। কারণ, রোজভ্যালিতে কোটি কোটি টাকা জমা রেখেছিলেন বহু আমানতকারী।

সূত্রের খবর, রোজভ্যালির কয়েক হাজার আমানতকারী তাঁদের টাকা ফেরতের দাবি তোলেন। সেই দায়িত্বই বর্তায় অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির উপর। রোজভ্যালির যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তারই মূল্য হিসাবে এদিন ওই ১৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা ইডি কমিটিকে দেয়। ইডির স্পেশ্যাল ডিরেক্টর, যুগ্ম ডিরেক্টর পদমর্যাদার কর্তারা ম্যাঙ্গো লেনে গিয়ে কমিটির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন।

এরপরই আমানতকারীদের জন্য নোটিস দিয়ে বলা হয়, তাঁরা টাকা ফেরত পেতে যেন নির্দেশিকা মেনে ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করেন। শুধুমাত্র ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই তাঁরা দাবি জানাতে পারবেন। তারই ভিত্তিতে টাকা ফেরত পাবেন আমানতকারীরা।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, রোজভ্যালির যে টাকা এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তার মধ্যে থেকে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই টাকা আমানতকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ইডি-র তরফে আমানতকারীদের ফেরানোর জন্য প্রথম কিস্তির টাকা দিল ইডি।

নগরপালের পদত্যাগের দাবিতে জুনিয়র ডাক্তারদের লালবাজার অভিযানের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে আগামী ২ সেপ্টেম্বর আরজি করের আন্দোলনকারী-সহ অন্যান্য কলেজের জুনিয়র ডাক্তাররা লালবাজার অভিযানের ডাক দিল। শুধু তাই নয়, আগামী ৩ সেপ্টেম্বর, রাজ্যের সমস্ত সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল এবং প্রাইভেট চেম্বারের চিকিৎসকদের পেন ডাউন করার আহ্বানও জানানো হয়।

আরজি করকাণ্ডের প্রতিবাদ গোটা দেশ জুড়ে আন্দোলন চলছে। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও আরজি করের প্রতিবাদ পৌঁছে গিয়েছে। এদিকে, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরাও আন্দোলনে নেমেছেন। চলছে কর্মবিরতিও। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে স্বাস্থ্য ভবনের কর্তারাও যান আরজি করে। সেখানে আরজি করের আধিকারিকদের পাশাপাশি আন্দোলনকারীরাও ছিলেন। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনেও চিঁড়ে ভেজেনি একেবারেই।

প্রসঙ্গত, বুধবার মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠানে আরজি করে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন মমতা। মেয়ো রোডের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি আমার সমর্থন আছে। ওরা বন্ধুর জন্য আন্দোলন করছে। আপনাদের ক্ষোভ আছে। অভিমান আছে। আমি সেটা বুঝি। কিন্তু এবার আস্তে আস্তে কাজে যোগদান করুন। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যগুলোকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু আমি আপনাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেব না। আমরা পদক্ষেপ করলে কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। পাসপোর্ট-ভিসা পেতে সমস্যা হবে।' তাঁর এই মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় ওঠে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার মন্তব্যের 'ভুল ব্যাখ্যা' হয়েছে বলে একটি পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী।

হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে শহরতলীর ট্রেন সংখ্যা জেনে অবাক হবেন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া ও কলকাতা থেকে শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ ও সাশ্রয়ী উপায় হল পূর্ব রেলের সাব-আরবান ট্রেন রুটগুলি। প্রতিদিন লাখো মানুষ এই ট্রেনগুলির উপর নির্ভর করে তাদের দৈনন্দিন যাতায়াতের জন্য। কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে সারাদিনে ঠিক কতগুলো সাব-আরবান ট্রেন চলাচল করে? পরিসংখ্যানটা জেনে আপনি অবাক হবেন। পূর্ব রেলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারাদিনে অর্থাৎ ভোর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে প্রতিদিন ১,২৬৫টি সাব-আরবান ট্রেন যাতায়াত করে। হাওড়া থেকে ৩৮০ এবং শিয়ালদা থেকে ৮৮৫টি ট্রেন প্রতিদিন যাত্রীদের নিয়ে গন্তব্যের পথে রওনা দেয়। শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় যোগাযোগের জন্য এই ট্রেনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাহলে আসুন শিয়ালদা ডিভিশনের কিছু উল্লেখযোগ্য রুটের সাব-আরবান ট্রেন চলাচলের সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

শিয়ালদা ডিভিশনে শিয়ালদা এবং ব্যারাকপুরের মধ্যে ১৩টি আপ এবং ১৪টি ডাউন, শিয়ালদা থেকে নৈহাটির মধ্যে ১৭টি আপ, ১৮টি ডাউন, শিয়ালদা থেকে বনগাঁওর মধ্যে ২৬টি আপ, ২৪টি ডাউন এবং উভয় দিকে একটি করে মাতৃভূমি লোকাল, শিয়ালদা থেকে ডানকুনির মধ্যে আপ এবং ডাউন এ ২০টি করে, শিয়ালদা থেকে গেঁদের মধ্যে ১০ আপ এবং ৯টি ডাউন, শিয়ালদা থেকে ক্যানিংয়ের মধ্যে ২৪টি আপ এবং ২২টি ডাউন এবং উভয় দিকে একটি করে মাতৃভূমি লোকাল, শিয়ালদা থেকে বারুইপুরের মধ্যে ১৯টি আপ এবং ১৯টি ডাউন ও উভয় দিকে একটি করে মাতৃভূমি লোকাল, শিয়ালদা থেকে ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে২৬টি আপ এবং ২৫টি ডাউন, শিয়ালদা থেকে বজবজের মধ্যে উভয় দিকেই ২৫টি, শিয়ালদা থেকে লক্ষীকান্তপুরের মধ্যে ২৪টি আপ এবং ২৩টি ডাউন, শিয়ালদা থেকে হাসনাবাদের মধ্যে ১২টি আপ ১৪টি ডাউন এছাড়াও রানাঘাট থেকে বনগাঁওর মধ্যে ১৭টি আপ এবং ১৬টি ডাউন ট্রেন যাতায়াত করে।

হাওড়া ডিভিশনের কিছু উল্লেখ যোগ্য সাব-আরবান ট্রেন রুটের পরিসংখ্যান যেনে নেওয়া যাক। হাওড়া-বর্ধমান ভায়া কর্ড রুটে ২৩টি আপ এবং ২০টি ডাউন, হাওড়া-বর্ধমান মেন রুটে ২৪টি আপ ২২টি ডাউন, হাওড়া-ব্যান্ডেল রুটে ৪২ টি আপ এবং ৪১টি ডাউন এবং উভয় দিকে একটি করে মাতৃভূমি লোকাল, হাওড়া থেকে শেওড়াফুলির মধ্যে ১১টি আপ ১১টি ডাউন, হাওড়া থেকে কাটোয়ার মধ্যে উভয়দিকেই ৯টি করে, হাওড়া থেকে তারকেশ্বরের মধ্যে ২০টি আপ এবং ২৩টি ডাউন, এছাড়াও বর্ধমান কাটোয়া রুটে উভয়দিকেই ৬টি করে এবং ব্যান্ডেল নৈহাটি রুটে উভয় দিকে ১৯টি করে ট্রেন যাতায়াত করে।

হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে এই বিপুল সংখ্যক ট্রেনের চলাচল শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলেছে। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিরাপত্তা ও আরামের কথা মাথায় রেখে প্রতিনিয়ত ট্রেন পরিষেবা উন্নত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতেও এই সাব-আরবান ট্রেনগুলির মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য যাতায়াতের সুবিধা পাবেন

হাতিবাগান সর্বজনীনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটি সর্বজনীন দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলের জন্য সাধারণ মানুষের অসুবিধে হচ্ছে এবং পুলিশ ও দমকলকে জানানো সত্ত্বেও প্রতিকার হচ্ছে না, এমনই এক অভিযোগে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। যাদের বিরুদ্ধে অভযোগ, সেটি উত্তর কলকাতার অন্যতম বড় দুর্গাপুজো হাতিবাগান সর্বজনীন। অভিযোগ, তাদের প্যান্ডেলের জন্য স্থানীয় একটি আবাসনে যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে বড়তলা থানা ও দমকলের কাছে অভিযোগ জানানোর পরেও তারা কোনও পদক্ষেপ করেনি।

এই মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের নির্দেশ দেন, এই ব্যাপারে বড়তলা থানা ও দমকলকে তাদের বক্তব্য হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে। এলাকার মানুষের আপত্তি থাকলেও কী ভাবে ওই প্যান্ডেলের অনুমতি দেওয়া হলো, সেটা জানাতে হবে হলফনামায়। উত্তর কলকাতার ওই পুজো মণ্ডপ ও তার আশপাশের এলাকার ছবি দেখে বিচারপতির মন্তব্য, 'এমন ভাবে প্যান্ডেল হলে যে কোনও মানুষের সমস্যা হবে।' এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১২ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

তবে কেবল ওই একটি প্যান্ডেল নয়, বিচারপতির বক্তব্য, 'পুজোয় এই ধরনের সমস্যা বহু এলাকার মানুষকে ভোগ করতে হয়। যেটুকু ফুটপাথ যাতায়াতের জন্য থাকে, তাতে প্রবীণ নাগরিকদের পক্ষে হাঁটাচলা করা খুবই সমস্যার। তারপর তো মাইকের উপদ্রব রয়েছে।'

এদিকে মামলাকারীদের অভিযোগ, হাতিবাগান সর্বজনীনের দুর্গাপুজো বহু পুরোনো। তার প্যান্ডেল এবার এমন ভাবে বাঁধা শুরু হয়েছে, যার ফলে ক্ষুদিরাম বোস রোডের একটি আবাসনে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ। মামলাকারীর বক্তব্য, গত বছরও প্যান্ডেল হয়েছে, তবে তাতে সাধারণ মানুষের যাতায়াত এই ভাবে বন্ধ হয়নি। এবার যা অবস্থা, তাতে বিপদে অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত ওই আবাসনে ঢুকতে পারবে না। আবাসনে বহু বৃদ্ধ রয়েছেন। রাজ্যের তরফে হাইকোর্টে এদিন দাবি করা হয়, ১০ জন মামলাকারীর মধ্যে দু'জনের পরিবার ইতিমধ্যে পুজোর প্যান্ডেলের জন্য কনসেন্ট দিয়েছে। মামলাকারীদের বেশ কয়েক জন ওই আবাসনে থাকেন না, এটা ইগোর লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের আরও বক্তব্য, এই পুজোর জন্য গত বছর অরবিন্দ সরণি, গ্রে স্ট্রিটে প্রবল ভিড় হয়, যানবাহন চলাচলে সমস্যা হয় এবং সেজন্য এবার প্রশাসনকে একটু অন্য ভাবে আয়োজনের ব্যাপারটা ভাবতে হয়েছে।

সম্পাদকীয়

...একা ঘরে ভীত চোখে চেয়ে দেখি বন্দীশালার সু-উচ্চ গাঁথনী

সাবিত্রী রায় প্রধানত ঔপন্যাসিক। লেখক হিসাবে তিনি এক বিরাট ক্যানভাস সৃষ্টি করতে ভালবাসতেন। তাঁর কাছে উপন্যাস কেবলমাত্র বড় গল্প নয়, বস্তুত নানা কাহিনি-উপকাহিনির সমাহার, যার মধ্যে রয়েছে রাজনীতির প্রশ্ন ও সামাজিক জিজ্ঞাসা। এ দিক থেকে তাঁকে রাজনৈতিক ঔপন্যাসিক বলাই যায়। মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, ক্লিষ্ট দারিদ্র, ওরা-আমরার পার্থক্য তাঁর লেখায় প্রভাব ফেলেছিল। কমিউনিস্ট মতাদর্শে স্থির থাকলেও পার্টির আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য তাঁকে ব্যথিত করেছে অবিরত। পারিবারিক সম্পর্ক থেকে সামাজিক সম্পর্কের টানাপড়েনে যে ক্ষমতার কথা 'নির্ণায়ক' ভূমিকা নেয়, সে কথা কী ভাবে সাবিত্রী রায়ের লেখায় এসেছে, প্রবন্ধকার সে কথা বলেছেন। নারী-মন ধ্বস্ত হয় এক আনার চিরুনি থেকে চাঁদির টাকায়, ক্ষমতার দাপটে! সাবিত্রীর নানা গল্প, উপন্যাসে যা এসেছে। প্রগতিশীলতার ভণ্ডামি কী ভাবে খোলস ছাড়ায় কফি হাউসের টেবিলে, কিংবা একজোড়া দুল হারালে, তিনি তা দেখিয়েছেন 'অন্তঃসলিলা' ও 'ওরা সব পারে' গল্পে। তিনি খোঁজ করেছেন, বামপন্থী পরিবারেও কেন সামন্ততান্ত্রিক নারীভাবনা স্থান পায়, কেন পর্দার আড়ালে থাকা নারী পুরুষের সহযোদ্ধা হতে পারে না! সাবিত্রী রায়ের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতাই যেন উপন্যাস ও গল্পের চরিত্র সৃজনে উঠে এসেছে। সংসার সুখের করতে চাকরি ছাড়া, সন্তান পালন, অসুস্থতা, মতাদর্শগত বিরোধ; সবই কোনও না কোনও ভাবে প্রভাবিত করেছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের। জিজ্ঞাসা যেন জারি থাকে, এই ছিল তাঁর সাহিত্য ভাবনার লক্ষ্য। নীল চিঠির ঝাঁপি-তে তিনি লেখেন, 'কত কাল, কত দীর্ঘকাল আমার নিঃসঙ্গ ঘর থেকে রবীন্দ্র সংগীত হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গিয়েছে মালকোশ, বাগেশ্রী, দরবারী কানাড়া।... বন্দিনী কিষাণীর মত আমি একা ঘরে ভীত চোখে চেয়ে দেখি বন্দীশালার সু-উচ্চ গাঁথনী।' বন্দিশালার গাঁথনি ভাঙতে চেয়েছিলেন তিনি। ১৯৮৫ সালে মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছে এ লোক থেকে। এখনও সেই লড়াই যেন জারি আছে বদ্ধ খাঁচার পাখিটার।

শব্দবাণ-৩০

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. যে তরজমা করে, ভাষান্তরকারী ৪. শেষভাগ ৫. সূর্য, রবি ৭. রান্না ৯. পদ্ধতি, ধরন ১১. জলপ্রবাহের কলকলধ্বনি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অবাধ ২. কানা উঁচু ছোটো বাসন ৩. শরীর, দেহ ৬. নৃত্যরত শিব ৮. মৃত্যু ১০. দাবা পাশা ইত্যাদি খেলার ঘর।

সমাধান: শব্দবাণ-২৯

পাশাপাশি: ১. পর্যবেক্ষণ ৩. তনখা ৫. সানক ৭. বঞ্চনা ৮. নমুনা ১০. জলকল্লোল।

উপর-নীচ: ১. পরান ২. ক্ষতিসাধন ৩. তলব ৪. খাজনাখানা ৬. কল্পনা ৯. মুরিদ।

জন্মদিন

আজকের দিন

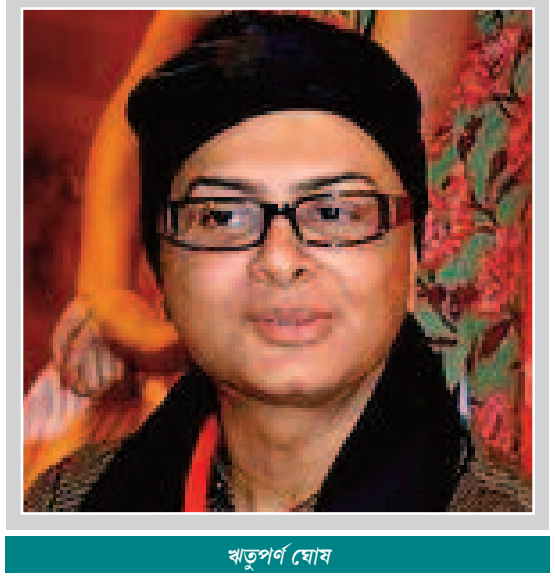

ঋতুপর্ণ ঘোষ

১৯১৯ *বিশিষ্ট লেখিকা অমৃতা প্রীতমের জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জাগাভাল শ্রীনাথের জন্মদিন।*

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম রাজনৈতিক দলও গড়েছিলেন এবং ভোটেও দাঁড়িয়েছিলেন!

স্বপনকুমার মণ্ডল

জীবনযুদ্ধের অপরাজেয় সৈনিক ছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম। তাঁর লড়াকু মনের নেপথ্যেই ছিল জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। বৈষম্যপীড়িত সমাজের শোষণ-শাসনের ছকবন্দি জীবন থেকে মুক্তিপিয়াসী মনের তীব্র প্রতিবাদই তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। সেখানে দেশের চেয়ে দশের কথাই তাঁকে বেশি ভাবিয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়ে মানুষের জীবন সংগ্রাম বা বেঁচে থাকার লড়াইয়ের প্রতি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি জ্বলে উঠেছে। রুশ বিপ্লবোত্তর বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী চেতনার বিস্তারে তাঁর অবিসংবাদিত ভূমিকা আপনাতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখনও সমাজের বিভেদকামী শক্তির শোষণ- শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী সত্তাই বাঙালিমানসে অনির্বাণ দীপশিখা হয়ে ওঠে। উৎপীড়িতের ক্রন্দন বা অত্যাচারিতের আর্তনাদের বিরুদ্ধে তাঁর 'বিদ্রোহী'র অস্তিত্ব আজও সজীব ও সরব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজি নজরুল ইসলাম দুজনেই গ্রীষ্মের সন্তান। প্রথমজন গ্রীষ্মের মধ্যে ঋষিকে দেখেছেন। সমস্ত প্রতিকূল আবহের মধ্যে ঋষির সাধনায় সৃষ্টির প্রাণশক্তিকে খুঁজে ফিরেছেন কবি। অন্যদিকে সমস্ত প্রতিকূলতাকে ধ্বংস করে সৃষ্টিকে সুরক্ষা দিতে চেয়েছিলেন নজরুল। তাঁর কাছে কালবৈশাখীর ধ্বংসলীলাও নতুনের আগমনের বার্তা বয়ে আনে, জয়ধ্বনি আমন্ত্রণ জানায়। যেখানে রবীন্দ্রনাথ বৈশাখের আমন্ত্রণে সতৃষ্ণ, সেখানে নজরুল জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে নতুনের আহ্বানে মুখর। ধ্বংসকামী চেতনায় থাকে প্রতিবাদের পরাকাষ্ঠা, নবজীবনের হাতছানি। সেখানে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত নজরুল। আগুন শুধু পোড়ায় না, তাপও দেয়,আলোও দেখায়। সেদিক থেকে নজরুল আলোকদিশারি। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর স্বাধীনচেতা মনে কোনোরকম সংযমী আড়াল ছিল না, আলোর মতোই তা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট আড়ালহীন। কোনো রকম ধানাইপানাই সেখানে নেই, নির্ভীক যোদ্ধার মতোই তাঁর স্পষ্টবাকমূর্তি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর আগমন আভিজাত্যে আবির্ভাব হয়ে ওঠে। দেশের মানুষের দুর্দশার কথাই শুধু তাঁর কবিতায় উঠে আসেনি, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদই সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। এজন্য দেশের পরাধীনতায় তাঁর আত্মগ্লানিবোধে কবিজনোচিত সংযমী অনুশোচনা আত্মগোপন করেনি,বরং তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। সেখানে নজরুল প্রতিবাদী কণ্ঠে সর্বপ্রথম দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা বেরিয়ে আসে । শুধু তাই নয়, তিনি কবি হয়েও নিজেই একটি রাজনৈতিক দল গঠন গড়ে তোলেন।

আসলে নজরুল তাঁর জীবনের পাঠশালাতেই আতীব্র মানবতাবাদের পাঠ লাভ করেন । এজন্য তাঁর মনে বিদেশি সাদা ইংরেজের সঙ্গে দেশি কালো ইংরেজের একাকার হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দেশের মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার কোনো অভাব ছিল না। শুধু তাই নয়, সেখানে পদানত দেশবাসীর দাসত্বের জীবন যে তাঁকে কুরে করে খেত,তা তাঁর অচিরেই স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশের মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে এবং এজন্য তাঁকে কম মূল্য চোকাতেও হয়নি। মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে তাঁর যৌথ সম্পাদনায় ১৯২০-এর ১২ জুলাই সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হয় এবং ১৯২১-এর জানুয়ারিতে তা বন্ধ হয়ে যায়। এতে নজরুলের অসংখ্য গদ্যরচনায় শাসকবিরোধী প্রতিবাদ ধ্বনিত হলেও সেগুলো তাঁর স্বনামে প্রকাশিত না হওয়ায় সেসব আড়ালে থেকে যায়। সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত সেসব লেখাই যখন ১৯২২-এর অক্টোবরে 'যুগবাণী' নামে প্রবন্ধের বই হয়ে প্রকাশিত হয়,তখন বইটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নজরুলের কবিতা বা কাব্যের নিষিদ্ধ হওয়ার অনেক আগেই প্রবন্ধের বইটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুলের আট বছরে পাঁচটি বই ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করে। বাকি চারটি 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), প্রলয়শিখা' (১৯৩০) ও গানের সংকলন 'চন্দ্রবিন্দু' (১৯৩১)। আরও যেগুলি নিষিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেগুলি হল 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'রুদ্রমঙ্গল' (১৯২৬), 'ফণিমনসা' (১৯২৭), 'সঞ্চিতা' (১৯২৮) প্রভৃতি। নজরুলের প্রতিবাদ যে থেমে থাকার নয়,বরং ক্রমশ বিদ্রোহে তীব্র আকার ধারণ করে,তার পরিচয় অচিরেই বেরিয়ে এসেছে। 'নবযুগ' বন্ধ হওয়ার অনতিকাল বিলম্বে তাঁর 'কামালপাশা' থেকে 'বিদ্রোহী'র আবির্ভাব ঘটে। ১৯২২-এর ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে 'বিদ্রোহী' প্রকাশে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টির অব্যবহিত পরিসরেই ১৯২২-এর ৩০ জানুয়ারি চিত্তরঞ্জন দাশের 'বাঙ্গালার কথা'য় বিদ্রোহী কবি 'ভাঙার গান' প্রকাশিত হয়। সেই কারার লৌহকপাট ভাঙার বার্তাতেই ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের আহ্বান যা অচিরেই নজরুলকে আরও বেশি লক্ষ্যভেদী করে তোলে। শারদীয়ার দুর্গার মধ্যেই জেগে ওঠে তাঁর দেশমাতৃকার করুণ মূর্তি। এজন্য আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যার আমন্ত্রণের লিখে ফেলেন 'আনন্দময়ীর আগমনে' দীর্ঘ কবিতাটি। তার ছত্রে ছত্রে কবির দাসত্ব মুক্তির তীব্র আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এজন্য ইংরেজ সরকারের ভয়ে সেটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। তৎকালীন পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মৃণালকান্তি ঘোষ তার পরিবর্তে অন্য কবিতা চেয়ে নেন। অন্যদিকে নজরুল থেমে থাকার পাত্র নন। ইতিমধ্যে বৈষম্যপীড়িত সমাজের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' (১৯২২-এর ১১ আগস্টে সূচনা) প্রকাশিত হয়। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি অবশেষে সেই 'ধূমকেতু'তে (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২) প্রকাশিত হলে বিদেশি শাসকের রোষানলে পড়ে। যে কবিতা আনন্দবাজার পত্রিকায় seditions Act-এর ভয়ে ছাপা হয়নি,তাই নজরুল নিজের পত্রিকায় ছেপেছিলেন! আসলে তাঁর মধ্যে যে বিদ্রোহী সত্তা ছিল, তাতে কোনোরকম বাধা বিপত্তি মেনে চলার দৈন্য ছিল না। প্রকাশই তাঁর অস্তিত্বের সোপান হয়ে ওঠে । কবি হয়ে রাজনীতি করা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা'র ('আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায়) রসিকতাকেই নজরুল শিরোধার্য করেছিলেন। 'ধূমকেতু'র জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আশীর্বাণীতেও (২৪ শ্রাবণ ১১২৯) নজরুলের রাজনীতি করার সদিচ্ছাকে সমর্থন করেছেন বলে মনে করেন মুজফ্ফর আহমদ। সেই আশীর্বাণীতে শেষ দুই লাইনে কবি জানিয়েছেন 'জাগিয়ে দে তোর চমক মেরে/আছে যারা অর্দ্ধচেতন।' সেই জাগিয়ে তোলার অব্যর্থ প্রয়াসে 'ধূমকেতু' তীব্র গতিতে ছুটে চলে। 'আনন্দময়ীর আগমনে' তারই প্রকাশ চমকে দেয় 'আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?/ স্বর্ণ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।' আসলে নজরুলের দুঃসাহসী প্রকৃতির মধ্যেই ছিল লক্ষ্যভেদী অর্জুনের আদর্শ। এ জন্য তাঁর কাছে রাজনীতিও স্বাভাবিকতা লাভ করে। দেশ ও দশের স্বার্থে তাঁর লেখনীর সক্রিয়তা পত্রিকা সম্পাদনাতেও সমান মুখর। সেখানে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও ঋজু বক্তব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনতার দরবারে বিপুল সাড়া ফেলে দেয়।

আসলে নজরুল তাঁর জীবনের পাঠশালাতেই আতীব্র মানবতাবাদের পাঠ লাভ করেন । এজন্য তাঁর মনে বিদেশি সাদা ইংরেজের সঙ্গে দেশি কালো ইংরেজের একাকার হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দেশের মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার কোনো অভাব ছিল না। শুধু তাই নয়, সেখানে পদানত দেশবাসীর দাসত্বের জীবন যে তাঁকে কুরে করে খেত,তা তাঁর অচিরেই স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশের মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে এবং এজন্য তাঁকে কম মূল্য চোকাতেও হয়নি। মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে তাঁর যৌথ সম্পাদনায় ১৯২০-এর ১২ জুলাই সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হয় এবং ১৯২১-এর জানুয়ারিতে তা বন্ধ হয়ে যায়। এতে নজরুলের অসংখ্য গদ্যরচনায় শাসকবিরোধী প্রতিবাদ ধ্বনিত হলেও সেগুলো তাঁর স্বনামে প্রকাশিত না হওয়ায় সেসব আড়ালে থেকে যায়। সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত সেসব লেখাই যখন ১৯২২-এর অক্টোবরে 'যুগবাণী' নামে প্রবন্ধের বই হয়ে প্রকাশিত হয়,তখন বইটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নজরুলের কবিতা বা কাব্যের নিষিদ্ধ হওয়ার অনেক আগেই প্রবন্ধের বইটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুলের আট বছরে পাঁচটি বই ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করে। বাকি চারটি 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), প্রলয়শিখা' (১৯৩০) ও গানের সংকলন 'চন্দ্রবিন্দু' (১৯৩১)। আরও যেগুলি নিষিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেগুলি হল 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'রুদ্রমঙ্গল' (১৯২৬), 'ফণিমনসা' (১৯২৭), 'সঞ্চিতা' (১৯২৮) প্রভৃতি। নজরুলের প্রতিবাদ যে থেমে থাকার নয়,বরং ক্রমশ বিদ্রোহে তীব্র আকার ধারণ করে,তার পরিচয় অচিরেই বেরিয়ে এসেছে। 'নবযুগ' বন্ধ হওয়ার অনতিকাল বিলম্বে তাঁর 'কামালপাশা' থেকে 'বিদ্রোহী'র আবির্ভাব ঘটে। ১৯২২-এর ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে 'বিদ্রোহী' প্রকাশে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টির অব্যবহিত পরিসরেই ১৯২২-এর ৩০ জানুয়ারি চিত্তরঞ্জন দাশের 'বাঙ্গালার কথা'য় বিদ্রোহী কবি 'ভাঙার গান' প্রকাশিত হয়।

প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেও যেভাবে নজরুলের মধ্যে রাজনৈতিক দল গঠনের তীব্রতা লক্ষ করা যায়, তা শুধু অতুলনীয়ই নয়, বিস্ময়করও বটে। বাংলায় তাঁর নজির নেই আর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুল 'আনন্দময়ীর আগমনে' লেখায় ইংরেজ শাসকের রোষানলে পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে ১৯২২-এর ৮ নভেম্বর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর ২৩ নভেম্বরে কুমিল্লা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে । ১৯২৩-এর ১৬ জানুয়ারি বিচারে তাঁর এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলেও তাঁর প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। সেখানে তাঁর 'শিকল পরার গান'-এ শিকল ভেঙে মুক্তির বার্তা ঝরে পড়ে। ১৯২৩-এর ডিসেম্বরে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেও তাঁর প্রতিবাদী সত্তা থেমে যায়নি, কলমও চলেছে,রাজনীতিও জড়িয়েছে। ১৯২৪-এর ২৫ এপ্রিল প্রমীলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়ার পরে দাম্পত্য জীবনও তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। একাধিক কাব্য প্রকাশিত হয়ে নিষিদ্ধ হয়, রাজনীতিতে আরও সক্রিয় হন কবি। ১৯২৫-এ চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অথচ কারও প্রতি তাঁর অন্ধভক্তি ছিল না। শুধু তাই নয়, তিনি অচিরেই সমাজের শোষিত-শাসিত শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি দল তৈরি করেন। কুতবুদ্দীন আহমদ, হেমন্তকুমার সরকার ও শামসুদ্দীন হুসয়ন প্রমুখ বন্ধুর সঙ্গে নজরুলের 'The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress' দলটি ১৯২৫-এর ১০ নভেম্বর গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে দলটির নামে একাধিক বার পরিবর্তন ঘটে। 'The Bengal Peasants and Workersó Party' থেকে শেষে হয় 'The Workers' and Peasants Party of Bengal'। সেই শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলের মুখপত্রের হিসাবে সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকাটি (সম্পাদক বাঙালি পল্টনের বন্ধু মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়) প্রকাশিত হয় ১৯২৫-এর ১৬ ডিসেম্বর। প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের 'সাম্যবাদী'র কবিতাগুচ্ছে সাতটি কবিতা ('সাম্যবাদী', 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ','বারাঙ্গনা', 'নারী' ও কুলিমজুর') প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার ১৯২৬-এর ৭ জানুয়ারিতে বেরোয় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সব্যসাচী'। তাতে সরাসরি গান্ধীজির কংগ্রেসি আন্দোলনকে কটাক্ষ করেছেন কবি 'সুতা দিয়া মোরা স্বাধীনতা চাই,ব'সে ব'সে কাল গুণি !/জাগোরে জোয়ান! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি'! ১৯২৬-এর ১৫ এপ্রিল 'লাঙল' বন্ধ হয়ে যায়, তার মাস চারেক পরে ১২ আগস্টে সংগঠনের মুখপত্র রূপে সাপ্তাহিক 'গণবাণী' (সম্পাদক গঙ্গাধর বিশ্বাস) প্রকাশিত হয়। এই 'গণবাণী'তেও নজরুলের আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের অনুবাদ থেকে 'রক্ত-পতাকার গান' প্রকাশিত হয়। সর্বত্র কবি শোষিত-শাসিত অসহায় মানুষের সংগ্রামে শরিক হয়েছেন। যেখানেই পরাধীনতার গ্লানি,দাসত্বের হীনমন্যতা, মানবতার সংকট অনুভব করেছেন,সেখানেই নজরুলের আত্মিক যোগ তাঁকে প্রতিবাদী করে তুলেছে, বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তরাত্মা। সেখানে তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যেই শুধু নয়, ব্যক্তিজীবনেও তাঁকে সক্রিয় রাজনীতিতে সামিল হতে দেখা যায়। যখনই যেভাবে মনে হয়েছে, প্রতিবাদে বৈষম্যপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভোটেও দাঁড়িয়ে ছিলেন কবি। ১৯২৬-এ কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নজরুল পরাজিত হয়েছিলেন। নিজের কেরিয়ারের দিকে না তাকিয়ে জনপ্রিয় কবি হয়েও দেশের মানুষের স্বার্থে মানবতার পূজারি নজরুল ইসলাম যেভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার নজির সৃষ্টি করেছেন, তা শুধু অনন্য দৃষ্টান্তই স্থাপন করেনি,অপূর্ব ইতিহাসও সৃষ্টি করেছে। সেই ইতিহাস তাঁর সৃষ্টিকর্মের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে আছে, নীরবে নিভৃতে কথা বলে চলে,হাতছানি দেয় অবিরত। সেখানে নজরুলের সৃষ্টিকর্মের কথা যেভাবে আলোচিত হয়, সেভাবে তাঁর আত্মত্যাগের কথা আলো পায় না, ভাবা যায়!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

আনন্দকথা

সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে।।
সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে।।
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে।।
(ঠাকুর সমাধি মন্দিরে)

গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! হাত অঞ্জলিবদ্ধ! দেহ উন্নত ও স্থির! নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন! সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উদগ্রীব হইয়া এই অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার সহাস্যে কথা কহিতেছেন। — ''ভাব ভক্তি, এর মানে — তাঁকে ভালবাসা। যিনিই ব্রহ্ম তাঁকেই 'মা' বলে ডাকছে।

''প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে।।

''রামপ্রসাদ মনকে বলছে — 'ঠারে ঠোরে' বুঝতে।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মঙ্গলকোটে বোমাবাজি ও গুলি চালানোর অভিযোগ সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক তৃণমূল কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের ন'পাড়া গ্রামে। এই ঘটনায় আহত হন তৃণমূলের বুথ সভাপতি শেখ নাসিরউদ্দিন।

জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার রাত ১২টা নাগাদ তৃণমূল কর্মী নাসিরউদ্দিন তৃণমূলের পার্টি অফিসে এসে বসতেই একদল দুষ্কৃতী তাঁর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয় ও পাখি শিকারের বন্দুক নিয়ে তাঁর ওপর গুলি চালানো হয়। ঘটনার পর নাসিরউদ্দিনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মঙ্গলকোট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। ঘটনার খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। রাত থেকেই গ্রামে প্রচুর পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। অন্যদিকে বুথ সভাপতি শেখ রবিউলের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা।

বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী জানিয়েছেন, যারা বোমা ছুড়েছে তারা সকলেই সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতী। এই বিষয়ে থানায় অভিযোগ করা হয়। প্রশাসনের ওপর তাদের আস্থা রয়েছে। দুষ্কৃতীরা শীঘ্রই গ্রেপ্তার হবে। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস আগে বুথ সভাপতি শেখ রবিউলের সিকিউরিটি দেয় মঙ্গলকোট থানা। প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে বলে তিনি মঙ্গলকোট থানায় জানানোর পরই তাঁকে থানার পক্ষ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবার তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। শুক্রবার সকাল থেকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় মঙ্গলকোটের ন'পাড়া গ্রামে। অন্যদিকে সিপিএমের দিকে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে দায়ী করেছে তারা।

আইনজীবীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ১৪ দিনের জেল হেপাজত সরকারি কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সরকারি অফিসের ভেতরে মহিলা আইনজীবীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। আরামবাগ থানায় মহিলা আইনজীবীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক সরকারি কর্মী। শুক্রবার ধৃতকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। আরামবাগ মহকুমা আদালতের মহামান্য বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জানা গিয়েছে, মহিলা আইনজীবীকে নিগ্রহের ঘটনায় গ্রেপ্তার হন আরামবাগ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ওই কর্মী। এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় আইনজীবী মহলে। একদিকে যখন আরজি কর কাণ্ডে গোটা রাজ্য থেকে দেশ তোলপাড়, সেই আবহে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ মহিলা আইনজীবীর। মহিলা আইনজীবীর অভিযোগ, তিনি বিএলআরও অফিসে কাজের জন্য গিয়েছিলেন, অফিসের দোতালায় সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ওই অফিসেরই এক কর্মচারী সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ওই মহিলা আইনজীবীর গোপনাঙ্গে হাত দেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন 'কেন আমার গায়ে এভাবে হাত দিলেন'। তখ নই ক ইঙ্গিতে তার দিকে তাকান ওই অভিযুক্ত সরকারি কর্মচারী।

মহিলা আইনজীবী আরও বলেন, বিএলএলআরও অফিসে এক মহিলা আইনজীবীর ওপর এই ঘটনা যদি ঘটে তা হলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়। শুধু এখানেই শেষ নয়, মহিলা আইনজীবী আরও বলেন, কোর্টে এসে ওই অফিসের লোকজন জিনিসটাকে মিটিয়ে নেওয়ার জন্য বলে। না হলে পরবর্তীকালে ওই অফিসে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে ফতোয়া জারি করে তারা। এ বিষয়ে আরামবাগ থানায় মহিলা আইনজীবী লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে আরামবাগ থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। আরামবাগ আদালতের আইনজীবী সংগঠনের সম্পাদক সৈয়দ ফারুক রশিদ বলেন, 'বিএলআরও অফিস থেকে অভিযোগ না তুলে নিলে মুহুরিদের কাজ না করতে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তারা ইতিমধ্যেই আরামবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে আরামবাগ থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। আমরা নিগৃহীতা মহিলা আইনজীবীর পাশে আছি।'

অন্যদিকে বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সুকান্ত হালদার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। অপরদিকে এই বিষয়ে আরামবাগ বিএলআরও শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি সেই সময় অফিসে ছিলাম না। এসে দেখি পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। সমস্ত বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত নাকি তারপর বিএলআরও অফিসে বলেন, 'এটা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হয়েছে। গায়ে ছোঁয়া লেগে গিয়েছিল আমি মহিলার কাছে ক্ষমা চেয়েছি সবার সামনে, আপনি আমার মেয়ের মতো।'

ঘাটালে ফের বন্যা পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বর্ষায় ফের ভাসল ঘাটাল। শিলাবতী নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় প্লাবিত হয়েছে ঘাটাল পৌর সভার বিভিন্ন এলাকা। জলে ডুবেছে রাস্তাঘাট। নৌকা ও ডিঙি করে যাতায়াত করছেন দেব অধিকারীর সংসদীয় এলাকার লোকজন। কয়েকদিন আগে শিলাবতী নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় ঘাটাল পুরসভার ৫, ৯, ১০ নম্বর ওয়ার্ড সহ বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। বৃহস্পতিবার থেকে ফের শিলাবতী নদীর জল বাড়তে থাকায় প্লাবন দেখা দিয়েছে। রাস্তাঘাট জলে ডুবে থাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বেশ কিছু এলাকা। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতে নৌকা ব্যবহার করতে হচ্ছে। বন্যার জল আরও বাড়তে পারে সেই আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় রয়েছে ঘাটালের মানুষ।

এছাড়াও চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খসকিরা এলাকায় শিলাবতী নদীর জলের তলায় চলে গিয়েছে একাধিক কাঠের সাঁকো। ডুবে যাওয়া সাঁকোর ওপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে যাতায়াত। এলাকারা বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই এই অবস্থা চলছে। একটু বৃষ্টিতেই চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। সাঁকো ডুবে যায় বলে পারাপার করতে পারিনা। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ারও কোনও উপায় নেই।

সোনা এবং হীরার অলংকার কেপমারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়িতে একা বৃদ্ধাকে পেয়ে ভেলকি দেখিয়ে প্রায় তিন লক্ষ টাকার মূল্যের সোনা এবং হীরার অলংকার কেপমারি করে পালাল দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার ভরদুপুরে মালদা শহরের ব্যস্তবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত গোলাপট্টি বাঁধরোডের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুজোর মরশুম আসার আগেই মালদা শহরে চুরি, কেপমারি বেড়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়েও উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। যদিও এই ঘটনার পর খবর পেয়ে গোলাপট্টি বাঁধরোড এলাকার ওই ব্যবসায়িক বাড়িতে তদন্তে যায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশকে অভিযোগে বাড়ির বৃদ্ধা কাঞ্চন সারদা জানিয়েছেন, 'এদিন বাড়িতে কোনও পুরুষ মানুষ ছিল না। সবাই ব্যবসার কাজে বাইরে ছিলেন। দুপুর আড়াইটে নাগাদ দু'জন যুবক একটি বেসরকারি কোম্পানির নাম করে বাড়িতে ঢুকে। এরপরই অলংকার পরিষ্কার করার কথা বলে। সেই মুহূর্তে ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজেকে কেমন যেন অচৈতন্যবোধ করি। এরপরই স্বাভাবিক হতেই দেখি গলার সোনার চেন নেই। দুটো হীরের আংটি, সোনার হাতের বালা সবই নিয়ে পালিয়েছে ওই দুই যুবক। যার বর্তমান মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা। এরপরই ফোন করে বাড়ির লোকেদের ডেকে সমস্ত ঘটনার কথা জানাই।' ওই পরিবারটির সঙ্গে কথা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনও রকম চৈতন্য করার পাউডার ছিটিয়ে হয়তো দুষ্কৃতীরা এমন কেপমারির ঘটনা ঘটিয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে অভিযুক্তদের ছবি দেখা গিয়েছে। তবে যে মোটরবাইকটি সঙ্গে করে এসেছিল, তার নম্বরপ্লেট বোঝা যায়নি। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ
মেসার্স সুহাশিস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : ১০/ডি/১, হো চি মিন সরণি
১ম তল, কলকাতা - ৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

মেসার্স সুহাশিস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন) CIN : U67120WB1996PTC112002 এর নিম্নলিখিত সম্পদ এবং বৈশিষ্ট্য লিকুইডেশন এস্টেটের গঠনকারী লিকুইডেটর দ্বারা **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে নীচের সারণীতে উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে :

অ্যাসেট বিবরণ	বিক্রয়ের পদ্ধতি	পর্যবেক্ষণের তারিখ	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিমত মূল্য (লাখ টাকা)	ইএমডি পরিমাণ এবং তথ্যাদি জমা দেবার সময়সীমা (টাকা)
অচলতি বিনিয়োগ	স্যাটান্ডালোন ভিত্তিক	২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের পূর্বে	২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (সকাল ১০.৩০টা বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত) প্রতিটির জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ	০.৭৫	০.০৭৫ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বা তার আগে
ঋণ এবং অগ্রিম	স্যাটান্ডালোন ভিত্তিক	২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের পূর্বে	২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (সকাল ১০.৩০টা বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত) প্রতিটির জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ	০.৭৫	০.০৭৫ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বা তার আগে
আদায়যোগ্য	স্যাটান্ডালোন ভিত্তিক	২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের পূর্বে	২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (সকাল ১০.৩০টা বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত) প্রতিটির জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ	০.৭৫	০.০৭৫ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বা তার আগে

১. আগ্রহী আবেদনকারীরা লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড-এ উপলব্ধ অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম বিড ফর্ম, যোগ্যতার মাপকাঠি, দরদাতাদের ঘোষণা ইত্যাদির শর্তাবলী সহ সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি দেখতে পারেন ওয়েবসাইট **https://www.eauctions.co.in** বা ইমেইলের মাধ্যমে **admin@eauctions.co.in**।
২. লিকুইডেটর যে কোন সময়ে ই-নিলামের যে কোন শর্তাবলী গ্রহণ বা বাতিল বা প্রসারিত বা সংশোধন করার অধিকার রাখে। কোনো কারণ ছাড়াই যে কোনো দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার আছে। লিকুইডেটর কোনো কারণ ছাড়াই যে কোনো সময় ই-নিলাম বাতিল করতে পারেন।
৩. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **www.eauctions.co.in** আগ্রহী দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ওয়েবসাইট দেখতে এবং ডাক দাখিল করতে।
৪. ইএমডি শুধুমাত্র ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা প্রদান করতে হবে।

স্বা/-
সৌমিত্র ভোস, লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-002/IP-N00793/2019-2020/12486
admin@eauctions.co.in (প্রক্রিয়াগত এবং নির্দিষ্ট)
সেল নং : ৯৮৩৬৮২৮৮১৫
তারিখ : ৩১.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
Vill-Mongram, P.O.-Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০২.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে ১০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত [illegible] ধর্মপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।
স্বা- প্রধান
ধর্মপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

[illegible] পৌরসভা
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০২.০৯.২০২৪ থেকে ১০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত [illegible] (Self Declaration Camp) এর আয়োজন করা হয়েছে। তারিখ-০২.০৯.২০২৪ থেকে ১০.০৯.২০২৪, স্থান- [illegible] পৌরসভা, সময়- সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ৫:০০টা। [illegible]
স্বা- কার্যনির্বাহী আধিকারিক
[illegible] পৌরসভা

DUKE COMMERCE LIMITED
CIN - L51909WB1982PLC035425
Regd. Office - Hongkong House, 1st Floor, 31 B. B. D Bagh (South) Kolkata - 700 001
Website : dukecommerce.org; e-mail : duke.commerce@yahoo.com

NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING, CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 25th September, 2024, at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company at Hongkong House, 31 B.B.D Bagh(S), Kolkata - 700 001 to transact the business set out in the Notice.

The Annual Report along with the Proxy Forms and Attendance slips and the Notice of the Meeting setting out the Ordinary and Special businesses to be transacted thereat together with the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2024, Independent Auditors Report and Directors Report have been sent to the members whose name appears on the Register of Members, electronically to those with registered email ID and physically to the rest on their registered addresses.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website www.dukecommerce.org and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays during business hours up to the date of meeting.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, ('the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, **the Register of Members will remain closed from Thursday, 19th September, 2024, to Wednesday, 25th September, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meeting ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its Members to cast their vote on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) provided by NSDL and the business may be transacted through such remote e-voting. **The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Wednesday, 19th September, 2024**. Any person who is a Member of the Company as on the cut-off date, holding shares in either dematerialized or physical form, is eligible to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM, using remote e-voting.

The remote e-voting period commences on Saturday, 21st September, 2024, 09.00 a.m. and ends on Tuesday, 24th September, 2024, 5.00 p.m. During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module will be disabled by NDSL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote while members who have not cast their vote shall be able to exercise their voting rights at the AGM.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to NSDL. However if such person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password may be used for casting votes. For any queries / grievances, in relation to remote e-voting etc. Members may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at the address / telephone Nos : Linkin Time India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent, Vaishno Chambers, 5th Floor, Room No. 502 and 503, 6 Brabourne Road, Kolkata - 700001, Contact No. - (033 40049728) E-mail : prasanta.sen@linkintime.co.in with a copy to duke.commerce@yahoo.com.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself / herself and the Proxy need not be a member of the Company. The Instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

For **Duke Commerce Limited**
Sd/-
Bihari Lal Kanoongo
Director
DIN : 00486606
Date : 30.08.2024
Place : Kolkata

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED
CIN : L36993WB1995PLC069510
Regd. Office : Hongkong House, 31, B.B.D. Bagh (S), Kolkata - 700 001
Tel : +91 33 2248 8891/92, **Email :** corp@poddarheritage.com
Website : www.poddarheritage.com

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 25th September, 2024 at 04:30 P.M. through Video Conferencing ("VC") facility / Other Audio Visual Means ('OAVM').

The Annual Report along with the Notice of the Meeting setting out the Ordinary businesses to be transacted thereat together with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2024, Auditors Report and Directors Report have been sent to the members whose name appears on the Register of Members, electronically to those with registered email ID and physically to the rest on their registered addresses.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website http://www.poddarheritage.com and www.cdslindia.com along with the website of the Stock Exchanges, i.e., wwwe.msei.in, www.cse-india.com where the Company is listed and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays during business hours up to the date of meeting.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, ('the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, **the Register of Members will remain closed from Thursday, 19th September, 2024 to Wednesday, 25th September, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meeting ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its Members to cast their vote on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) provided by CDSL and the business may be transacted through such remote e-voting.
The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Wednesday, 18th September, 2024.
Any person who is a Member of the Company as on the cut-off date, holding shares in either dematerialized or physical form, is eligible to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM, using remote e-voting.

The remote e-voting period commences on Friday, 20th September, 2024 from 09.00 A.M. and ends on Tuesday, 24th September, 2024 at 5.00 P.M. During this period, Members may cast their votes electronically. Members who have cast their vote by remote e-Voting, can attend / participate in the AGM through VC / OAVM, but they shall not be entitled to cast their vote again. The facility of e-Voting shall also be made available to the members participating in the AGM through VC / OAVM. Only those members, who are attending the AGM through VC / OAVM facility, and have not cast their vote through remote e-Voting, shall be allowed to vote through e-Voting at the AGM.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to CDSL. However if such person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password may be used for casting votes. For any queries / grievances, in relation to remote e-voting, Members may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at the address / telephone Nos: Zuari Finserv Limited, Registrar & Share Transfer Agent, (Unit: Adventz Securities Enterprises Limited), Plot No. 2, Zamrudpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi - 110048. Contact No.: (011) 46474000, 48513300, www.zuarimoney.com, E-Mail : zfl@adventz.zuarimoney.com with a copy to corp@poddarheritage.com.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself / herself and the Proxy need not be a member of the Company. The Instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

For Adventz Securities Enterprises Limited
Sd/-
Punam Singh
Company Secretary
Mem No.: A38649
Date : 30th August, 2024
Place : Kolkata

সিনেরাড কমিউনিকেশনস লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার : L62099WB1986PLC218825
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮০, বড়তলা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত | ফোন - +৯১-৭৭১৯৯ ১৩৩৫১
ইমেল আইডি : cinerad@gttsolutions.in | **ওয়েবসাইট :** www.cineradcommunications.com

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ইভোটিং তথ্যাদি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫.৪৫ মিনিট (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি লেনদেন করতে এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক("এমসিএ") দ্বারা জারি করা সমস্ত প্রযোজ্য সার্কুলার সহ পঠিত অনুযায়ী এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") এজিএম ডাকার নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।
২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি এজিএম-এর নোটিশের সাথে বৈদ্যুতিনভাবে, ৩০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে, ২৩ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করা সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং যাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত হয়েছে কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গণ) এর নিকট। বিজ্ঞপ্তি সহ উল্লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.cineradcommunications.com/ থেকে অ্যাক্সেস/ডাউনলোড করা যেতে পারে। এটি বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com থেকে অ্যাক্সেস / ডাউনলোড করা যেতে পারে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ("সিডিএসএল") ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে www.evotingindia.com-এ ভিসি এবং ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি দ্বারা নিযুক্ত সংস্থা।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানের পদ্ধতি

অ্যাক্ট এবং লিস্টিং রেগুলেশনের বিধান অনুসারে, কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করেছে, যেমন এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং (একসঙ্গে "ই-ভোটিং" হিসাবে উল্লিখিত)। ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল সরবরাহ করে। অন্যান্য বিষয়ের সাথে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি রয়েছে, যার মধ্যে শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারক বা শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ই-ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং রবিবার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
একজন ব্যক্তি, যার নাম রেজিস্ট্রার অফ মেম্বারস বা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ কাট-অফ তারিখ সোমবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে, শুধুমাত্র এই সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন ই-ভোটিং সুবিধা এবং এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ভোটদানের সুবিধা পাবেন। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে শেয়ারহোল্ডার নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত। যে ব্যক্তি ২৩ আগস্ট, ২০২৪ এর পরে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন তিনি ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন।
এজিএমে অংশগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডাররা যারা ইতিমধ্যে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন তাদের ভোট দিতে পারবেন। যে সকল শেয়ারহোল্ডাররা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। শুধুমাত্র সেই শেয়ারহোল্ডাররা, যারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকেন এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা এজিএম চলাকালীন উপলব্ধ ইভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। একবার শেয়ারহোল্ডার দ্বারা একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, শেয়ারহোল্ডারকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল পাঠান বা টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ কল করুন।

ই-মেইল ঠিকানা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, ইত্যাদি নিবন্ধন/হালনাগাদ করার পদ্ধতি

১. সেবি বাধ্যতামূলক করেছে যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের বেশি শেয়ার রয়েছে তাদের কেওয়াইসি বিশদ নিবন্ধন/আপডেট করার অনুরোধ করা হয়েছে যেমন প্যান (আধার লিঙ্ক), মনোনয়নের বিশদ, যোগাযোগের বিশদ (পিন সহ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিশদ বিবরণ (ব্যাঙ্কের নাম, শাখার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএস কোড) এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ"), নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে নমুনা স্বাক্ষর করে দাখিল করতে হবে। উপরোক্ত বিশদ বিবরণ প্রদানের জন্য সেবি দ্বারা নির্ধারিত প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে https://www.cineradcommunications.com/ সেইসাথে আরটিএ-এর ওয়েবসাইটে https://nichetechpl.com/-এ উপলব্ধ। উপরে উল্লিখিত ফর্মগুলি জমা দেওয়ার বিষয়ে কোনও স্পষ্টীকরণ / প্রশ্নের জন্য, শেয়ারহোল্ডাররা আরটিএ -এর সাথে +৯১ ৩৩ ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮ এ বা nichetechpl@nichetechpl.com-এ ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।
২. ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের কেওয়াইসি বিশদ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যেমন প্যান (আধার লিঙ্ক), মনোনয়নের বিশদ, যোগাযোগের বিবরণ (পিন সহ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ (ব্যাঙ্কের নাম, শাখার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএস কোড) এবং প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নমুনা স্বাক্ষর।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
সিনেরাড কমিউনিকেশনস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
ইব্রাহিম নিমুচাওলা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ : ৩০ আগস্ট ২০২৪
স্থান : পুনে

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27100WB2010PLC144409
রেজিঃ অফিস : ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানীর বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪
ই-মেল: investor.relations@mcmil.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং ও বই বন্ধের তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে **মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের ১৪ তম (চোদ্দতম) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম" বা "সভা") শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৩০টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ("অ্যাক্ট") প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে সভা আহ্বানকারী নোটিশে উল্লেখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য। এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, নং ১৯/২০২১, নং ০২/২০২২ এবং নং ১০/২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ০৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ যথাক্রমে (এর পরে, সমষ্টিগতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা তৎসহ সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 এবং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩ যথাক্রমে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা (এখানে সম্মিলিতভাবে "সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুযায়ী।
উপরোক্ত সার্কুলার অনুযায়ী, ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সহ বার্ষিক প্রতিবেদনসহ এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিটি কেবলমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ই-মেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডিগুলি কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ") অর্থাৎ, মাহেশ্বরি ডাটামেটিকস প্রা. লি. বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)-র সাথে নিবন্ধিত। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৎসহ বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www. manaksiacoatedmetals.com,** যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত সেই স্টক এক্সচেঞ্জে অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং **এনএসডিএল-র ওয়েবসাইট (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) www.evoting.nsdl.com** থেকে।

রিমোট ই-ভোটিং তথ্য

- কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ -এর সংশোধিতমতো রুল ২০ ও লিস্টিং রেগুলেশনস -এর রেগুলেশন ৪৪ -এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্টের ১০৮ ধারার বিধানাবলি এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কোম্পানি সানন্দে জানাচ্ছে, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') -এর ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১৪তম এজিএমে বিবেচিত হওয়ার জন্য প্রস্তাবিত সমস্ত প্রস্তাবের উপর সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে তাঁদের ভোটদানের জন্য ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- রিমোট ই-ভোটিং উইন্ডো খুলবে **মঙ্গলবার ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টায় (আইএসটি) এবং বন্ধ হবে বৃহস্পতিবার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ বিকাল ০৫:০০টায় (আইএসটি)।** এই সময়কালে কোম্পানির সদস্যরা ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে **কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট) অর্থাৎ শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ** মতো শেয়ার ধারণ করেন, তাঁরা বৈদ্যুতিনভাবে তাঁদের ভোট দান করতে পারেন, কোম্পানির আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের সমানুপাতিক হারে। এরপরে এনএসডিএল ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেবে। কোনও সদস্য একবার ভোট দিলে পরে তাকে তা বদল করতে দেওয়া হবে না। রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা এজিএমে যোগ দিতে পারেন কিন্তু আবার এজিএমে তাঁদের ভোট দান করতে পারবেন না। **কাট-অফ ডেট অর্থাৎ শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ** মতো সদস্য নন এমন ব্যক্তিরা এজিএমের নোটিস কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে গণ্য করবেন। কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানি শেয়ারের অধিকারী এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এই এজিএম-এর নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট পাঠানোর পরে এবং শেয়ার ধারণ করেন **কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট) অর্থাৎ শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ** মতো, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ডের উদ্দেশ্যে এনএসডিএল-কে **evoting@nsdl.co.in** বা **mdpldc@yahoo.com** -তে অনুরোধ জানাতে পারেন। যে-সব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল -এ রেজিস্টার্ড তাঁরা অবশ্য তাঁদের বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন।
- কোনও জিজ্ঞাসা/অভিযোগ থাকলে সদস্যরা শেয়ারধারীদের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য যা প্রাপ্তব্য এনএসডিএল-এর ডাউনলোডস সেকশন অধীন ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** বা ফোন করুন টোল ফ্রি নম্বরে : ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা অনুরোধ পাঠান **evoting@nsdl.co.in** -এ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে :
  (ক) শ্রীমতি পল্লভী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, "এ" উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩, টেলিফোন নং ০২২-২৪৯৯৪৩৬০/০২২ - ২৪৯৯৪৫৪৫ -তে অথবা ই-মেল আইডি : **pallavid@nsdl.co.in** এবং **evoting@nsdl.co.in** -তে।
  (খ) শ্রীমতী শ্রুতি আগরওয়াল, কোম্পানি সেক্রেটারি, মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১, টেলিফোন নং ০৩৩-২২৪৩৫০৫৩ বা ই-মেল **investor.relations@mcmil.in** -তে।

ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানকারী সদস্যদের প্রতি নির্দেশ

- সদস্যদের এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভিসি/ওএভিএম সিস্টেম মারফত এজিএম- যোদগানের সুবিধা দেওয়া হবে। সদস্যরা তাঁদের রিমোট ই-ভোটিং লগইন ক্রিডেনশিয়াল ব্যবহার করে তা পেতে পারেন এখানে **www.evoting.nsdl.com/** under shareholders/members। এজিএম-এর নোটিসে ভিসি/ওএভিএম মারফত এজিএম -এ যোগদানের বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণিত আছে।

সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বই বন্ধ

- কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ -এর রুল ১০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪২ -এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্টের ৯১ ধারার বিধানাবলি অনুসারে এতদ্দারা আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই এজিএম -এর জন্য **শনিবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে শুক্রবার ২০ সেপ্টেম্বপর ২০২৪ পর্যন্ত (উভয়দিন সহ)** বন্ধ থাকবে।
- ১৪তম এজিএম শেষ হওয়ার ২টি কর্ম দিবসের মধ্যে ভোটের ফল ঘোষণা করা হবে। এইরূপ ফলাফল কোম্পানি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই লিঃ) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই লিঃ)-তেও পাঠাবে। ঘোষিত ফল সেইসঙ্গে স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট **www.manaksiacoatedmetals.com** এবং এনএসডিএল-ইভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** কাছেও এই ধরনের ফলাফল পাঠানো হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রুতি আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য নং FCS 12124
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯ আগস্ট ২০২৪

আদিবাসী নাবালিকাকে বাড়িতে ডেকে ধর্ষণের দাবি হাতুড়ে ডাক্তারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আরজিকর কাণ্ডের আবহে ফের ধর্ষণের অভিযোগ মালদায়। আদিবাসী নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে বাড়িতে ডেকে ধর্ষণের অভিযোগ হাতুড়ে ডাক্তারের বিরুদ্ধে। হবিবপুর থানা এলাকার ঘটনা। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, মেডিক্যাল টেস্টের প্রশিক্ষণ দেওয়ার নাম করে বাড়িতে ডেকে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে এলাকারই এক হাতুড়ে ডাক্তার। ২৮ তারিখ বিকেলে ঘটেছে এই ঘটনাটি। তৃণমূলের দাবি, ধর্ষণকারী বিজেপি কর্মী।

জানা গিয়েছে, ধৃত পেশায় গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের বিরুদ্ধে পুলিশকে অভিযোগে নির্যাতিতার পরিবার জানিয়েছে, নবম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে এক হাতুড়ে সুবোধ মণ্ডল শারীরিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেওয়ার নামে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনার সময় ওই হাতুড়ের বাড়িতে কেউ ছিল না। এরপরই অচৈতন্য অবস্থায় ওই নাবালিকাকে অভিযুক্তের বাড়ির আশপাশের লোকজন উদ্ধার করে। সেই সময় গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে ওই অভিযুক্ত হাতুড়ে গা ঢাকা দেয়। এরপর গ্রামবাসীরা সংকটজনক অবস্থায় ওই ছাত্রীকেই চিকিৎসার জন্য স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

নাবালিকার বাবা জানিয়েছেন, তাঁর মেয়েকে ইঞ্জেকশন দেওয়া শেখানোর নাম করে বাড়িতে ডাকে ওই হাতুড়ে ডাক্তার। আর সেখানেই সুযোগ বুঝে তাকে ধর্ষণ করে। সমস্ত ঘটনা নাবালিকা তার পরিবারের সদস্যদের জানালে অভিযুক্তকে আটক করে পরিবারের সদস্য ও অন্যান্য গ্রামের আত্মীয়স্বজনরা। তুলে দেওয়া হয় হবিবপুর থানার পুলিশের হাতে। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ।

মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'রাজ্য এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। যেখানে আরজি করের ঘটনা এখনও দগদগে রয়েছে। মালদার হবিবপুরে আদিবাসী নাবালিকাকে এইভাবে ধর্ষণ করা হচ্ছে। কোনও নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে না। অবিলম্বে অভিযুক্তর শাস্তি চাই।' জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, 'অভিযুক্তর শাস্তি হোক। নির্যাতিতার পরিবারের পাশে আছি। অভিযুক্তকে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে কাজ করেছে। আমাদের এই রাজ্যে আইনের শাসন রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন রয়েছে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে।' পালটা খগেন মুর্মু দাবি করেন যে, অন্যায়কারীকে বাঁচানোর জন্য বৃহস্পতিবার থেকে ময়দানে নেমেছিল তৃণমূল কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। সে যদি বিজেপিরই লোক হয় তা হলে কেন তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল।

এদিন খগেন মুর্মু হবিবপুর থানাতেও যান। সেখানকার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন। পাশাপাশি সঠিক সময়ের মধ্যে চার্জশিট না হয়। আদিবাসী সমাজকে নিয়ে হলে বৃহত্তম আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন।

প্রায় ৩০ লক্ষের সাব মারসিবল পাম্পে আট বছরেও জল না পড়ায় হতাশ কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর ব্লকের রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপশোল মৌজা, এখানে প্রায় দেড়শ বিঘে কৃষি জমি রয়েছে জলের অভাবে চাষাবাদ একেবারেই করা সম্ভব হয় না কৃষকদের। বর্ষায় শুধুমাত্র ধান চাষটা করতে পারেন কৃষকরা। তবুও যে বছর বর্ষা ঠিকঠাক হয় না সেই বছরটা শুকনোই পড়ে থাকে এই জমিগুলি। একাধিকবার ধান বীজ রোপণ করলেও জলের অভাবে তা শুকিয়ে মরেছে। সরকারের কাছে কৃষকদের বহুদিনের দাবি ছিল এই এলাকায় সরকার যাতে একটা সাবমারসিবল পাম্প তৈরি করে কৃষিকাজের জন্য।

কৃষকদের দাবি, কৃষকদের ডাকে সাড়া দিয়ে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ২০০৮ সালে আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাম্প তৈরির জন্য টেন্ডার পাশ করান। অভিযোগ বরাত পাওয়া ঠিকা সংস্থা গাছ ছাড়া মনোভাবের মধ্য দিয়ে আট বছর পর ২০১৬ সালে পাম্পের কাজ কমপ্লিট করে। কৃষকদের অভিযোগ, পাম্প দিয়ে জল না বেরনোর সত্ত্বেও সেই সময় কৃষকদের অজান্তেই স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে পাম্পের হ্যান্ডওভার করে দেয় বরাত পাওয়া সংস্থা।

প্রথম প্রথম কৃষকদের বলা হত পাম্পের কাজ এখনও কমপ্লিট হয়নি, দু'বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও বেবাক বুঝে কৃষকরা বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করতে থাকে বিষয়টি নিয়ে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে জানানো হয় পাম্প হ্যান্ডওভার হয়ে গেছে তাদের আর কিছু করার নেই। এরপর কৃষকরা একজোট হয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতে, বিডিও, এসডিও, এগ্রি ইরিজেশন দপ্তরে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর টোল ফ্রি নম্বরেও অভিযোগ জানাতে থাকে বছরের পর বছর। সমস্ত দপ্তরে অভিযোগ জানানোর পরেও পাম্পের সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। একরাশ হতাশা নিয়ে স্থানীয় কৃষকরা আজও জলবিহীন এই পাম্প হাউস আগলে বসে রয়েছেন। তাঁদের দাবি, বেড়েছে চোরের উপদ্রব, পাম্প ঘর থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গিয়েছে চোরের। নিজেদের গাঁটের কড়ি খুইয়ে পাম্প ঘরের মেরামত করেন কৃষকরা। কিন্তু এত কিছুর পরও আজও জলবিহীন সাব মারসিবল। আজও শুকনো হয়ে পড়ে রয়েছে প্রায় দেড়শ বিঘে জমি। কৃষকদের দাবি, তাঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা দিলেও তা কোনও কাজেই লাগল না।

ঘটনাক্রমে তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত প্রধান শ্রীমতি বাসন্তী ঠাকুর মাঝে প্রধান পদ থেকে সরে গেলেও ২০২৩ এর পঞ্চায়েতে পুনরায় তিনি রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন। তাঁর কাছে বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে তিনি অবশ্য কৃষকদের সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানান, সেই সময় সাব মারসিবলে জল বেরিয়েছিল তাই তিনি হ্যান্ডওভার নিয়েছিলেন, পরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আর তা লাগানো হয়নি। তবে কৃষকদের এই সমস্যার কথা জানানো হয়েছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। পাম্প সারানো হবে, কৃষকদের সমস্যার সমাধান হবে।

বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষের দাবি, কৃষকদের কাছ থেকে অভিযোগ এসেছে সত্যিই এলাকায় সমস্যা রয়েছে জলের। স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারকে বলা হয়েছে বিষয়টি তদন্ত করে সমস্যার সমাধান করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরকেও জানানো হয়েছে কিছুদিনের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হবে।

আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের চেষ্টার অভিযোগে উত্তাল বুনিয়াদপুর, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ। ঘটনায় শুক্রবার বুনিয়াদপুরে পথ অবরোধে সামিল আদিবাসী যৌথ মঞ্চ। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের অন্তর্গত দৌলতপুর ও বুনিয়াদপুর এলাকায় পথ অবরোধে শামিল হয় শতাধিক আদিবাসী সমাজের পুরুষ ও মহিলারা। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা।

উল্লেখ্য, আরজি করের ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ চলছে গোটা দেশজুড়ে। এর মাঝেই এক পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের গাংগুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিষহরিডাঙা এলাকায়। অভিযোগ, বুধবার রাতে পড়াশোনা করে নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছিল পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত ওই নাবালিকা। মাঝরাতে হঠাৎ মেয়ের চিৎকার শুনতে পেয়ে পাশের ঘরে থাকা মেয়েটির বাবা-মা ছুটে যায় তার ঘরে। সেই সময় অভিযুক্ত যুবক নাবালিকার মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে কোনও ক্রমে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। এরপরেই ঘরে প্রবেশ করে মেয়ের বাবা ও মা দেখতে পায় তাঁদের মেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে মাটিতে। তার গলায় দাগ রয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই তৎক্ষণাৎ ছুটে আসেন এলাকাবাসীরা। সকলের প্রচেষ্টায় দ্রুত তাকে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে সেখানে ভর্তি রয়েছে ওই নাবালিকা।

এদিন এই ঘটনার প্রতিবাদে বুনিয়াদপুর এলাকায় পথ অবরোধ করে আদিবাসীরা। ঘটনায় আটকে পড়ে রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে যান চলাচল। অন্যদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য ঘটনাস্থলে মজুত ছিল প্রচুর পরিমাণে পুলিশ বাহিনী। একটি আদিবাসী সংগঠনের তরফে এই ঘটনার প্রতিবাদস্বরূপ আগামী সোমবার ১২ ঘণ্টা বনধেরও ডাক দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পথ অবরোধে সামিল গণেশ হেমব্রম বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এসে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন, ততক্ষণ আমাদের অবরোধ চলবে।'

অন্যদিকে, এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতির ছেলে এই জঘন্যতম ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে ঠিকই, কিন্তু পুলিশের ওপরে কোনও ভরসা নেই। এই অভিযুক্তের আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে রয়েছে বলে প্রভাব খাটিয়ে বেচে গিয়েছে। আবারও তৃণমূলের তরফে চেষ্টা করা হয়েছে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। তাই আজ আমরা গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছি।'

অন্যদিকে, এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। একজনকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, 'এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা! তবে ওই ব্যক্তি তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত নন। কিন্তু এটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা যে এরকম ঘটনা ঘটলেই তৃণমূলের সাথে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। দোষীর শাস্তি দাবি জানাচ্ছি।'

পিডব্লিউডির রাস্তার পাশের গাছ কাটার অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: পিডব্লিউডির রাস্তার পাশের গাছ কাটার অভিযোগ লিখিত অভিযোগ জমা দিল গোপালনগর থানা পুলিশের কাছে। শুক্রবার সকালের উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার নহাটা ফুলবাড়ি এলাকায় পিডব্লিউডি রাস্তার পাশে থাকা গাছ কাটছিলেন রতন দত্ত। প্রাথমিক ভাবে শুভাশিস সরকার ও গ্রামের বাসিন্দারা গাছ কাটতে বাধা দেন। পরবর্তীতে তারা গাছ রেখে পালিয়ে যায়। যদিও ততক্ষণে গাছে সমস্ত বড় ডাল কাটা হয়েগিয়েছে। বর্তমানে গাছে মূল কাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে। ঘটনার খবর ঘটনা স্থলে যায় গোপালনগর থানা পুলিশ। পরবর্তীতে শুভাশিস সরকার গোপালনগর থানায় এসে রতন দত্ত নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনার সঠিক বিচারের দাবি করেন তিনি। লিখিত অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোপালনগর থানার পুলিশ।

এই বিষয়ে চৌবেড়িয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপন হাজরা জানিয়েছেন, 'এক ব্যক্তি বিদ্যুতের লাইন নেবে বলে পঞ্চায়েতের কাছে গাছের ডাল কাটার আবেদন জানিয়েছিল। আমরা সেই আবেদন বন দপ্তরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখনও বন দপ্তর থেকে কোন উত্তর আসেছে। কে বা কারা গাছ কেটেছে আমরা খবর নিয়ে দেখছি।'

আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো রাজ্যের পাশাপাশি ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়ে আর জি করের ঘটনায় দোষীদের ফাঁসির দাবি সহ একাধিক দাবি তুলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি ও প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন। হাতে প্ল্যা কার্ড ধরে স্লো গান দেন ছাত্র ছাত্রীরা। প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী এই অবস্থান বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। শুক্রবার দুপুরে কলেজ গেটে শুরু হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। আরজি করের ঘটনাকে সামনে রেখে দোষীদের শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই, দোষীদের কেন এখনও ফাঁসি হল না সিবিআইয়ের কাছে জবাব চাই দাবিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বিক্ষোভ থেকে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেন। অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে গোপীবল্লভপুর বাজারে প্রতিবাদ মিছিল করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। উপস্থিত জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা স্নেহাশীষ দাস। সেই সঙ্গে এদিন নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, ঝাড়গ্রাম, লালগড় সহ সমস্ত কলেজে হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি ও বিক্ষোভ মিছিল।

স্ত্রীকে কুড়ুলে কেটে খুনের অভিযোগে যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'সন্দেহের বশে' স্ত্রীকে কুড়ুল দিয়ে কেটে খুনের অভিযোগে জপহরি বাউরি নামে এক অভিযুক্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বাঁকুড়া জেলা আদালত। শুক্রবার জেলা সেশন জজ এই নির্দেশ দেন।

এদিন এই খবর জানিয়ে সহকারী সরকারি আইনজীবী অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, ২০০৬ সালে শালতোড়ার বরশাল গ্রামের জপহরি মাহাতো বিয়ের পর থেকেই তাঁর স্ত্রীকে নির্যাতন করতেন। তাদের দু'টি

মেয়ে ও একটি ছেলেও রয়েছে। গত ২০২১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কাঠ কুড়োনোর নাম করে নিজের স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় সাধুডাঙায় কুড়ুলের কোপ মেরে তাকে খুন করে। পরে রক্তমাখা কুড়ুল নিয়ে বাড়ি ফিরে ছেলে মেয়েদের কেটে ফেলার চেষ্টা করলে গ্রামের মানুষ তাকে আটকে রাখে। পরে শালতোড়া থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধারের পাশাপাশি কুড়ুল সহ ঘাতক জপহরি বাউকে গ্রেপ্তার করে। পরে দীর্ঘদিন বিচার শেষে এদিন বিচারক অভিযুক্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমনা, অনাদায়ে ছ'মাসের কারাদণ্ড নির্দেশ দিয়েছেন বলে তিনি জানান।

মৃতার দাদা কার্তিক বাউরি বলেন, 'আমরা ফাঁসির আশা করেছিলাম, বিচারক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।' তাতেও তাঁরা খুশ বলে জানান।

নারী সুরক্ষায় জেলা পুলিশে সাইকেল পেট্রোলিং ইউনিটের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান সাইক্লিং ক্লাবের তরফে বর্ধমান জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে নারী ও জন সুরক্ষায় সাইকেল পেট্রোলিং ইউনিট গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে দাবি জানানো হয়েছে। ক্লাবের সদস্যদের মতে, ধীর গতিতে এবং নীরব চলাফেরার কারণে সাইকেল ব্যবহার অপরাধ দমন করতে বিশেষ কার্যকর হতে পারে, বিশেষত অলিগলি ও ছোট রাস্তা, অপরাধপ্রবণ এলাকা, বড় আকারের জনসমাবেশ এবং দুর্গাপুজোর মতন উৎসবের সময়ে ভিড় এড়িয়ে, পুলিশের এই ধরনের সাইকেল পেট্রোলিং দল আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ ভাবে কার্যকর হতে পারে বলে তাদের মত।

পূর্ব বর্ধমান সাইক্লিং ক্লাবের সচিব সন্দীপন সরকার জানান, যদি জেলা পুলিশ সাইকেল পেট্রোলিং ইউনিট গঠন করে, তবে বিনামূল্যে ক্লাবের তরফে কিছু সাইকেল প্রদান করা হবে, যাতে পুলিশকর্মীরা আরও ভালো ভাবে রাতদিন সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন।

বাগনানে গীতার শ্লোক শুনতে ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: রবিবার বিকেল হলেই ওরা হাতের ছোট্ট একটি গীতা নিয়ে পৌঁছে যায় হাওড়ার বাগনানের বাঁকড়দহ শীতলাতলার আটচালায়। সমবেত স্বরে ওরা বলে ওঠে 'অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্য-মামেকং স্মরনং ব্রজ'। কিংবা 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতিভারত' ইত্যাদি। আসলে এগুলো সবই হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতায় লিখিত। প্রতি রবিবার সকাল হলেই শিশুদের সমবেত কণ্ঠে গীতার শ্লোক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয় বাঁকুড়দহ শীতলা তলা আটচালায়। জানা গিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে গীতা পাঠের প্রশিক্ষণ চলছে ওই এলাকায়। মূলত শিশুরাই এই প্রশিক্ষণ নিতে পারছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি শ্লোক ব্যাখ্যা করে দেওয়া হচ্ছে। যা শুনতে প্রতি রবিবার সকালে ওই আটচালাতে ভিড় জমাচ্ছেন বড়রাও। শিশুদের মানসিক দৃঢ়তা এবং গঠন তৈরির ক্ষেত্রে গীতা পাঠ বিশেষ সহায়ক বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

এলাকায় দুর্গন্ধ বন্ধের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: তীব্র দুর্গন্ধের জেরে অতিষ্ঠ কাঁকসার দোমরা গ্রামের বাসিন্দারা। দুর্গন্ধ বন্ধের দাবিতে শুক্রবার সকালে কাঁকসার দোমরা বাসস্ট্যান্ডের কাছে পানাগড় মোরগ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষ। এদিন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরাও। তীর ধনুক নিয়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হন তাঁরাও।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গৌতম ভট্টাচার্য নামে এলাকার বাসিন্দা তথা স্থানীয় ধানের মিল মালিক বিভিন্ন কারখানা থেকে দুর্গন্ধ যুক্ত বস্তু এনে তাঁর ধানের মিলে মজুত করে রেখে ছেন। সেই বস্তু শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে তা বস্তাবন্দি করে ভিন রাজ্যে পাঠাচ্ছেন। বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ালে এলাকার বাসিন্দারা মিল মালিককে অভিযোগ জানালে এই বিষয়ে মিল মালিক কোনও রকম কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পানাগড় শিল্পতালুকের বিভিন্ন মদের কারখানা থেকে ওই সমস্ত বস্তু মাছের খাবার বলে তাঁর ধানের মিলে মজুত করছেন। সেই সমস্ত বস্তুর ওপর বৃষ্টির জল পড়লে তার থেকে ছড়ানো দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। দুর্গন্ধের জেরে একাধিক শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। যতক্ষণ না প্রশাসন এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং আগামী দিনে এই ধরনের বস্তু এলাকায় আর যাতে কেউ মজুত না করেন, সেই বিষয়ে প্রশাসনের আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত তাদের পথ অবরোধ চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়।

এদিন স্থানীয়দের অবরোধের জেরে পানাগড় মোড় গ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রায় ৩ ঘণ্টা অবরোধ চলার পর কাঁকসা থানার পুলিশ আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখের মধ্যে এলাকা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানো বন্ধ করার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠিয়ে নেন স্থানীয়রা। কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষকে অসুবিধায় ফেলে কোনও রকম কাজ করা যাবে না। এই বিষয়ে তাঁরা প্রশাসনিক ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

জ্বলল বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাতের অন্ধকারে হঠাৎই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার। বৃহস্পতিবার রাতে ইন্দাস ব্লকের আকুই-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মান্দড়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকার ওই ঘটনায় চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মান্দড়া গ্রাম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য স্থানীয় বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি ট্রান্সফর্মার রয়েছে। ওই দিন বিকেলে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ওই ট্রান্সফর্মারটির প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ফিরে যাওয়ার পরেই রাতের দিকে এই ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হঠাৎ করেই ওই ট্রান্সফর্মারটি থেকে বিকট আওয়াজ শোনা যায়। তারপরেই তাতে জ্বলতে দেখা যায়। ঠিক কারণে এই দুর্ঘটনা বোঝা যায়নি। তবে অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আকুই ফাঁড়ির পুলিশ, আসেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরাও। স্থানীয়দের চেষ্টায় দীর্ঘক্ষণ পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা গিয়েছে।

চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে সফল টিউমার অপারেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ফের সরকারি হাসপাতালে সফল অস্ত্রোপচার। ৫০০ গ্রামের টিউমার অপারেশন চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে। অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ আছেন রোগী। ডান হাতে বিশাল টিউমার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন রোগী। অবশেষে সফল অস্ত্রোপচারের কারণে কার্যত প্রাণ ফিরে পেলেন হুগলির বাসিন্দা মিতা রায়। চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা।

হুগলির ভদ্রেশ্বরের বিঘাটি গৌরাঙ্গপুরের বাসিন্দা বছর পঞ্চাশের মিতা রায় দীর্ঘ ছয় বছর ধরে ডান হাতের নিম্নাংশে (বগলে) নীচে টিউমারের সমস্যায় ভুগছিলেন। বহু চিকিৎসকের দুয়ারে ঘুরলেও সুস্থ হতে পারেননি। বছর খানেক ধরে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছিলেন তিনি। শেষমেশ সরকারি হাসপাতালে যোগাযোগ করেন মহিলা। এরপরে গত এক মাস ধরে চন্দননগর হাসপাতালে আউটডোরে সার্জেন আত্মদীপ বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে ছিলেন তিনি। দিন কয়েক আগে অ্যানাস্থেটিক চিকিৎসক স্বরূপ পন্ডিতের তত্ত্বাবধানে মহিলাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে অপারেশন করা হয়। অস্ত্রোপচার করে ৫০০ গ্রাম ওজনের টিউমারটি বার করা হয়। যা লম্বায় ও চওড়ায় এক ফুট করে। আপাতত ওই মহিলা সুস্থ রয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

মিতা দেবী বলেন, 'শরীরে বড় একটা টিউমার হয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে প্রতিবন্ধী ছেলে থাকায় অপারেশনের করতে ভয় পাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে কমে যাবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। পরে আমি চন্দননগর হাসপাতালে যোগাযোগ করি। চিকিৎসকরা আমার টিউমারটিকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অপারেশন করেন। বর্তমানে আমি সুস্থ রয়েছি ,চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানাই।' চিকিৎসক আত্মদীপ বিশ্বাস বলেন, 'ছ'বছর ধরে ভুগছিলেন ওই মহিলা। তাঁর শরীরের ডানদিকের বগলের কাছে টিউমার ছিল। ইউএসজি, এমআরআই করে দেখা যায় সেটি পাঁজর পর্যন্ত রয়েছে। যেটা শরীরের নার্ভ বা ভাল্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। সেটা দেখার পরেই আমরা অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত করি। কিছুটা সাহস নিয়েই এই অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল আমাদের।'

তিনি জানান, যে জায়গায় টিউমারটি ছিল, সেখানে দিয়ে অনেক নার্ভের সংযোগ রয়েছে। ছয় বছর ধরে থাকার ফলে টিউমারটি থেকে ক্যান্সার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ফলে টিউমারটিকে বের করা কঠিন হতো। এই বড় অপারেশনগুলি মহাকুমা হাসপাতালে হয় না। এগুলি মেডিক্যাল কলেজের প্লাস্টিক সার্জারি ডিপার্টমেন্টে হয়। আপাতত ওই মহিলা সুস্থ রয়েছেন এবং তাঁর হাত সচল ভাবে কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

চন্দননগর হাসপাতালের সুপার সন্তু ঘোষ বলেন, '৫০০ গ্রাম ওজনের এক স্কয়ার ফুট ব্যাসার্ধের টিউমার কেটে বাদ দেওয়া হয়। কয়েকদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর সুস্থ হলে তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। একটা মহকুমার সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো এমন নেই যে এত বড় অপারেশনের ঝুঁকি নেওয়া যায়। এরপরেও হাসপাতালের চিকিৎসকরা সব রকম চেষ্টা করেছেন। সফল হয়েছেন।'

সীমান্ত-পারের সন্ত্রাস নিয়ে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ৩০ অগস্ট: গত কয়েক মাস ধরে জম্মু-কাশ্মীরে একের পর এক জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটছে। সূত্রের খবর, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব জঙ্গি হামলার নেপথ্যে পাকিস্তানের পরোক্ষ মদত রয়েছে। সেই আবহেই পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি স্পষ্ট জানালেন, আলোচনার যুগ শেষ হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, আলোচনা এবং সন্ত্রাসবাদ কখনই এক সঙ্গে চলতে পারে না।

ভারতের মাটিতে সন্ত্রাসবাদের কোনও জায়গা নেই, কেন্দ্রীয় সরকার বার বার নানা ভাবে তা ব্যাখ্যা করেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও ডাক দেওয়া হয়েছে। এই সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বহু বার তত্ত্ব আলোচনা হয়েছে। তবে কোনও রফাসূত্র মেলেনি। শুক্রবার বই প্রকাশের এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে জয়শঙ্কর জানান, পাকিস্তান নিয়ে কোনও ভাবেই আর নরম পন্থা নেবে না ভারত।

জয়শঙ্কর বলেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন আলোচনার যুগ শেষ। সব কর্মেরই ফল ভুগতে হবে।' পাকিস্তান এবং জঙ্গিদমন নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আর চুপ থাকব না। আমরা নিষ্ক্রিয় নই। ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক, আমরা জবাব দেবই। কোনও ভাবেই সমঝোতার পথে হাঁটব না।'

বিদেশমন্ত্রী জানান, জম্মু-কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা নিয়ে যে উত্তেজনা শুরু হয়েছিল, তা এখন শেষ হয়েছে। এখন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গ উঠছে। জয়শঙ্কর বলেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করতে গিয়ে আমরা কখনই সন্ত্রাসবাদকে উপেক্ষা করতে পারি না। পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভারত কোনওভাবেই এ ধরনের হুমকি বরদাস্ত করবে না।'

এখানেই থেমে থাকেননি জয়শঙ্কর। তাঁর কথায়, 'পাকিস্তান বরাবর চেয়েছিল আন্তর্জাতিক সীমান্তে সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে ভারতকে আলোচনার টেবিলে বসানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে তো কখনই আলোচনায় বসবে না।'

শুধু পাকিস্তান নয় বাংলাদেশ নিয়েও মতামত জানিয়েছেন জয়শঙ্কর। শেখ হাসিনা সরকারের পতন, নতুন সরকার গঠন এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার প্রসঙ্গ নিয়ে জয়শঙ্করকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কোন দেশ তাদের প্রতিবেশীদের নিয়ে চিন্তিত নয়? প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমস্যা রয়েছেই। তবে প্রতিবেশী দেশে যে সরকারই ক্ষমতায় থাকবে, তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করব। সেটাই স্বাভাবিক।'

প্রশ্ন ফাঁস করলেই কোটি টাকা জরিমানা সঙ্গে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

হুঁশিয়ারি যোগীর

লখনউ, ৩০ অগস্ট: কেউ যদি উত্তরপ্রদেশের সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করার দুঃসাহস দেখান, তা হলে তিনি যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, তুলে এনে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হবে। শুধু তাই-ই নয়, এক কোটি টাকা জরিমানাও হবে তাঁর। রাজ্যে পুলিশের পরীক্ষা চলছে। আর সেই আবহেই এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

এর আগে পুলিশের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠেছিল। তার পর সেই পরীক্ষা বাতিলও করা হয়। যার জেরে রাজ্য জুড়ে চাকরিপ্রার্থীরা বিক্ষোভ দেখান। পথে নামেন। তাই এ বার আরও বেশি সতর্ক এবং সাবধানী রাজ্য সরকার। পরীক্ষা নির্বিঘ্নে করাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগের তুলনায় আরও আঁটসাঁট। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতেও যেন মাছি গলার জো নেই। কিন্তু তার পরেও চাকরিপ্রার্থীদের মন থেকে সংশয় দূর হচ্ছে না। অনেকের কথায়, প্রশ্ন কঠিন হোক, আপত্তি নেই, কিন্তু বছরভর দিনরাত খেটে, প্রস্তুতি নেওয়ার পর যদি প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়, তা হলে তার থেকে বড় হতাশা আর কিছু হতে পারে না। তাই অনেকেই চাইছেন প্রশ্ন কঠিন হওয়া ভাল, কিন্তু প্রশ্ন যেন ফাঁস না হয়।

রাজ্যে এক লক্ষ পুলিশের শূন্যপদের মধ্যে ৬০ হাজার ২৪৪ পদে কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা চলছে। ২৩ অগস্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ৩১ অগস্ট সেই পরীক্ষা শেষ হবে। ৬৭টি জেলায় ১১৭৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা চলছে। গত তিন দিনে ২৯টি এফআইআর দায়ের হয়েছে। তিন পুলিশকর্মী-সহ ৪৪ জন 'সল্ভার' গ্রেপ্তার হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট) প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা গোটা দেশে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। সেই প্রশ্নফাঁসের ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে বেশ কিছু রাজ্য থেকে কয়েক জন গ্রেপ্তারও করা হয়। তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশেও ওই প্রশ্নফাঁসের যোগসূত্র মেলে। সেখান থেকে প্রশ্নফাঁসের অন্যতম চক্রী রবি অত্রিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনার তদন্ত চলাকালীন উত্তরপ্রদেশে কনস্টেবল পদের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। তার পরই বাতিল করে দেওয়া হয় সেই পরীক্ষা।

ভুয়ো শংসাপত্র দিয়ে সেচ দপ্তরে চাকরির আবেদন, গ্রেপ্তার ৩৭ জন

বেঙ্গালুরু, ৩০ অগস্ট: শিক্ষাগত যোগ্যতার ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করে সেচ দপ্তরের চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন বেশ কয়েক জন পরীক্ষার্থী। তদন্তে নেমে ৩৭ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করল বেঙ্গালুরু পুলিশ।

২০২২ সালে কর্নাটকের সেচ দপ্তরের ফাঁকা পদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল সেচ দপ্তরের তরফে। শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সরাসরি চাকরির কথা বলা হয়েছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলেন বেশ কিছু পরীক্ষার্থী। অভিযোগ, চাকরি পাওয়ার জন্য বেশ কিছু পরীক্ষার্থী দ্বাদশের বোর্ড পরীক্ষার ভুয়ো শংসাপত্র বানিয়ে সেই শংসাপত্র ব্যবহার করে চাকরির আবেদন করেছিলেন।

সেচ দপ্তর বিষয়টি আঁচ করতে পেরেই ২০২৩ সালে একটি অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের পরে তদন্তে নামে রাজ্য পুলিশের অপরাধদমন শাখা। তখনই তদন্তে উঠে আসে এক বা দু'জন নয়, ৬২ জন অযোগ্য প্রার্থী চাকরির জন্য নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করতে দ্বাদশ শ্রেণির শংসাপত্র বানিয়ে অনলাইনে আবেদন করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, এই চাকরিপ্রার্থীরা ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করায় যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা সুযোগ হারিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এখনও আরও ২৫ জনের খোঁজ চলছে। মোট ৬২ জনের মধ্যে ২৫ জন কালবুর্গি জেলার, ১২ জন হাসনের, তিন জন করে বিজয়পুর, বিদার এবং ইয়াদগির জেলার, বেলগামে ৬ জন, চিত্রদুর্গে দু'জন, কোলার, কোপাল, রায়চুড়, রামনগর, বিজয়নগরে এক জন করে জড়িত এই ঘটনায়।

সৎ মেয়েকে বিয়ে করতে স্ত্রীর পানীয়ে বিষ মেশান স্বামী

ইন্ডিয়ানা, ৩০ অগস্ট: সৎ মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছেতে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটালেন বছর ৭১-এর ইন্ডিয়ানা ব্যক্তি, আলফ্রেড ডব্লিউ রুফ। অভিযোগ, ক্রমাসত স্ত্রী-র ঠান্ডা পানীয়ে কোনও না কোনও বিষ মেশাতে থাকেন। যাতে স্ত্রী-র মৃত্যু ঘটলে মেয়েকে বিয়ে করতে পারে এবং মৃত্যু স্বাভাবিকও মনে হয়। তবে শেষপর্যন্ত মনোস্কামনা পূর্ণ হয়নি। ঘটনার জানাজানি হতেই সোজা শ্রীঘরে গেলেন।

বছর ৭১-এর ইন্ডিয়ানা ব্যক্তি, আলফ্রেড ডব্লিউ. রুফ, সোমবার ওয়েন কাউন্টি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন। স্ত্রীর কোকা-কোলায় বিভিন্ন ওষুধ মিশিয়ে তাকে হত্যা করা এবং তার মেয়েকে বিয়ে করার ষড়যন্ত্রে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। এর আগে তার বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ খারিজ করা হয়। তখন রুফকে চার বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচ বছরের প্রবেশন দেওয়া হয়।

২০২১ সালে এই ঘটনা সামনে আসে। অসুস্থতার কারণে একাধিকবার তার স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরীক্ষানিরীক্ষায় ধরা পড়ে একাধিক বেআইনি ওষুধ নেওয়ার তথ্য। কিন্তু তার স্ত্রী সেকথা বারবার অস্বীকার করে। রুফ পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে যে সে তাকে হত্যা করার এবং তার মেয়েকে বিয়ে করার চেষ্টায় স্ত্রীকে বারবার বিষ খাইয়েছিল।

রুফের স্ত্রী ২০২২ সালের জানুয়ারিতে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাম্প্রতিক সপ্তাহে মাথাব্যথা, তন্দ্রা এবং ডায়রিয়ার মতো উপসর্গ নিয়ে ছ'বার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা জানায়। হাসপাতাল, কোকেন এবং বেনজোডিয়াজেপাইনের মতো পরীক্ষা করে যেখানে পজিটিভ রেজাল্ট আসে। যদিও এগুলির কোনটি তার স্ত্রী ব্যবহার করে না বলেই জানায়।

রুফ পুলিশি জেরায় দাবি করে, তার স্ত্রীর আগের বিয়ের মেয়ে তাকে পাউডার জাতীয় পদার্থ দিয়েছিল এবং তাকে তার স্ত্রীর পানীয়তে মিশিয়ে দিতে বলে। রুফ মেয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথাও স্বীকার করে। অভিযোগ তার জীবনবিমা পলিসির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য স্ত্রীকে হত্যা করা এবং পরে রুফকে বিয়ে করার পরামর্শ দেয় মেয়েই। জানা যায়, সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত, তিনি তার স্ত্রীর পানীয়তে প্রায় ১২ বার বিষ মেশায়।

OFFICE OF THE
KALINGA GRAM PANCHAYAT
Two(02) nos Tender invited by Prodhan, Kalinga Gram Panchayat (under Chapra Panchayat Samiti), Vill & P.O- Ichhapur, P.S- Chapra, Dist- Nadia, For details please contact to the office
Sd/- Prodhan
Kalinga Gram Panchayat

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/61/2024 23.08.2024
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)
বনাম
মেসার্স ডায়মন্ড রাইস মিল এবং অন্যান্য
প্রতি
১. মেসার্স ডায়মন্ড রাইস মিল প্রা. লি. এন টি পি সি মোর, পো.-নবারুণ, থানা - ফরাক্কা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৬, ফ্যাক্টরি গ্রিন মার্কেট, পো. - মোথাবারি, থানা - কালিয়াচক, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২২০৭, পশ্চিমবঙ্গ
২. আকবর চৌধুরি, পিতা প্রয়াত আব্বাস আলি চৌধুরি, গ্রাম এবং পোস্ট - মোথাবারি, থানা - কালিয়াচক, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২২০৭, পশ্চিমবঙ্গ
৩. তাসনিম জাহা খানম, স্বামী প্রয়াত আসরফ জাহান চৌধুরি, হাউস নং ০১৪৭, গ্রাম এবং পোস্ট - মোথাবারি, থানা - কালিয়াচক, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২২০৭, পশ্চিমবঙ্গ
৪. জসমনি পারভিন, স্বামী আকবর চৌধুরি, গ্রাম এবং পোস্ট - মোথাবারি, থানা - কালিয়াচক, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২২০৭, পশ্চিমবঙ্গ
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/838/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **৫৮২৫৫৭০৩.৫০ টাকা (পাঁচ কোটি বিরাশি লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশ তিন টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১১.৫০** শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৯.০৯.২০১৩** থেকে সমুদয় শুল্ক **১৫০০০০ (এক লাখ পঞ্চাশ হাজার) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ০৬.১১.২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ২৩.০৮.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

TENDER NOTICE
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **eNIT-14/2024-25/CGP/2024 Dated-28/08/2024 and eNIT-15/2024-25/CGP/2024 dated-28/08/2024** which is uploaded in the website **http://wbtenders.gov.in**
FUND:- XV FINANCE COMMISSION (UNTIED & TIED)
Visit the said website to know about those tender.
Sd/- Prodhan
Charkalgram Gram Panchayat

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/Enit-4/2024-25 dated 29/08/2024 & WBBIR/SURI-II PS/Enit-5/2024-25 dated 30/08/2024
E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II PS, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Last date for bid submission is **14.09.2024** & **07.09.2024** respectively.
Details are available on **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum

NIT No. 03/2024-25, DT. 29/08/2024
E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. Construction of Azolla production unit under RKVY **(New Projects) at Irrinchi farm unit-1 & Unit-11 under WBCADC, Tamluk-1 Project.** Details of which will be available from this office during the office hours or at **https://wbtenders.gov.in** from **31/08/2024. Tender ID: 2024_PRD_741120_1** Bid submission end date for the following works **12/09/2024 at 16:30 hrs.** Estimated Cost **Rs. 395860.00**
SD/-
Officer In-Charge
WBCADC, Tamluk Project
Dept. of P & RD,
Govt. of WB
Mob No: 9732597683, 9434667766

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **01 nos.** different development work(s) vide **Memo No. :- 127/NIT/15TH CFC/SB/24-25 & e-NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 07/24-25, Date: 28.08.2024.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **28.08.2024 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **04.09.2024 up to 12:30 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **06.09.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **02 nos.** different development work(s) vide **Memo No. :- 124/NIT/SBM(G) LWM & 15TH CFC/SB/24-25 & 125/NIT/SBM(G) LWM & 15TH CFC/SB/24-25, e-NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 05/24-25 & WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 06/24-25, Date: 23.08.2024.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **23.08.2024 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **30.08.2024 up to 12:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **02.09.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

SBI এসবিআই, আরবিও-III, বিধাননগর (১৪৮৭০)
১/১৬, ভিআইপি রোড, সিআইটি স্কিম VIIM, কলকাতা - ৭০০০৫৪
এসবিআই আগরপাড়া (টেক্সম্যাকো এরিয়া) শাখা স্থানান্তরের জন্য বাণিজ্যিক প্রেমিসেস আবশ্যক
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ডা. এস পি মুখার্জি রোড, বেলঘড়িয়ার নিকট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৫৬ বা বর্তমান **এসবিআই আগরপাড়া (টেক্সম্যাকো এরিয়া) শাখা** প্রেমিসেসের ১ কিলোমিটার চৌহদ্দির মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদি লিজের ভিত্তিতে এটিএম সহ ব্যাঙ্ক প্রেমিসেসের জন্য বাণিজ্যিক প্রেমিসেস অধিগ্রহণ করতে আগ্রহী। প্রস্তাবকৃত প্রেমিসেস অবশ্যই একতলায় ব্যবহারযোগ্য ৩০০০ বর্গফুট থেকে ৪০০০ বর্গফুট (আনুমানিক) এরিয়া হতে হবে, উন্নত দৃশ্যমান সামনের অংশ, পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা, বিদ্যুতের সংস্থান এবং জলের সুবিধাযুক্ত হতে হবে। উপযুক্ত প্রেমিসেসের জন্য স্বত্বাধিকারীগণের কাছ থেকে সম্পত্তির দায়মুক্ত স্বত্ব সহ আবেদন গ্রহণ করা হবে **২১.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত**।
"অফার ফর এসবিআই আগরপাড়া (টেক্সম্যাকো এরিয়া) শাখা এবং এটিএম" শীর্ষাঙ্কিতভাবে পৃথক সিলকরা খামে টেকনিক্যাল বিড এবং প্রাইস বিড সহ অনুমোদিত প্ল্যান সহ সম্পত্তির বিস্তারিত সম্পূর্ণ বিবরণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন পাঠাতে হবে। কোনও এজেন্সিকেই কোনওভাবেই কমিশন প্রদান করা হবে না। **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখে।**
টেকনিক্যাল আবেদনের জন্য বিস্তারিত নিয়মাবলি, নিয়ম এবং শর্তাদি সমন্বিত বয়ান এবং প্রাইস বিডের জন্য ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** থেকে **"Procurement News"** অধীনে লিঙ্ক **https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/procurement-new**।
তারিখ : ৩১.০৮.২০২৪
রিজিওনাল ম্যানেজার
এসবিআই, আরবিও-৩, বিধাননগর

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া–৭১১১০১ (সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের জন্য) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **এনআইটি নংঃ ৯২_২০২৪–২৫, কাজের বিবরণঃ** (১) এসএসই/পি.ওয়ে/বিএমজি–র অধীনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (এমএল আপ এবং ডাউন কর্ড–২/০–৬/০, আপ ২/০ – ৬/০, ডাউন এবং আরইভি–২/০–৬/০ এবং এসএল–৪/৬৮০–৫/৯৬০–তে) এবং (২) এইএন/ট্র্যাক/হাওড়ার অধীনে জেই/পি.ওয়ে/বিএমজি/সেক/ইয়ার্ড–এর অধীনে ইএমইউ কারশেড, এসওয়াইডিএল, ডিজেল শেড, ইলেকট্রিক শেড ইত্যাদিতে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৬৪,২৬,৬৩৪.৯৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৩২,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২০.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান– ই–টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-252/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 10/WS/Eng/24 Dt. 30.08.24
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/-
SE,
Asansol Municipal Corporation

PWD (GOVT OF WB) TENDER
Executive Engineer, Nadia Division, P.W.D. invites offline quotation for the work of
Sl. 1 "Consultancy work for preparation of Detailed Project Report for Restoration and Conservation for **"Nazir Khana Building"** at Judge court premises at Krishnanagar, Nadia, West Bengal"
Sl. 2 "Consultancy work for preparation of Detailed Project Report for Restoration and Conservation for **"Munsef Court Building"** at Judge court premises at Krishnanagar, Nadia, West Bengal"
NIQ No. 01 of 2024-25
Bid submission start date (offline)
30/08/2024 from 4:30 P.M.
Bid submission end date (offline)
12/09/2024 up to 2:00 P.M.
Corrigendum if any will be published in website only
Details of N.I.T. and Tender document may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Nadia Division, P.W.D.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/228/24-25 Dated 30.08.2024	Construction of Cross-Drain Near Jora Post (beside Tarun Sangha Club) at R G Pally in Ward No. - 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,55,990.00
WBMAD/ULB/RSM/230/24-25 Dated 30.08.2024	Construction of Sal Ballah piles work Near Nabin Sangha Club & Near Ramkrishna Vidyapith School in Ward No.-14 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,21,104.00

Bid Submission end date: **10.09.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/233/24-25 Dated 29.08.2024	Repairing of Old Drain & RCC Slab Casting Beside Ghashara Main Road in Ward No.-11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,01,507.00
WBMAD/ULB/RSM/234/24-25 Dated 29.08.2024	Construction of (A) Concrete Road from H/O Dipesh Das to H/O Bhola Mondal via H/O Anup Kr. Mondal & (B)Concrete Road from H/O Samaresh Biswas to Saha House at Natun Pally in Ward No.-12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,69,716.00

Bid Submission end date: **09.09.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/231/24-25 Dated 28.08.2024	Repairing of (A) Wooden Bridge Subhaspally Khal, (B) Brick Pavement Road at Somodpur, Vidyasagarpally, Fulerhat & Ambedkar Nagar & (C) Concrete Road at Somodpur Khaltola in Ward No.09 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,59,692.00
WBMAD/ULB/RSM/221/24-25 Dated 28.08.2024	Construction of Concrete Road from H/O Pradip Mitra to H/O Sukumar Mondal via H/O Raju Bhowmik beside Noapara Balak Balika Vidyalaya in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 5,56,608.00
WBMAD/ULB/RSM/232/24-25 Dated 28.08.2024	Construction of Concrete Road with Drain from H/O Sunil Ghosh to H/O Shambhu Ghosh via H/O Sujan Naskar beside Noapara Sebak Samity & Surface Drain from Abhinabo Natok Bari to Bhola Mondal House at Noapara in Ward No. 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 7,12,860.00

Bid Submission end date **09.09.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.
Rajpur-Sonarpur Municipality

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়
ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**মেসার্স ঘোষ ভান্ডার, স্বত্বাধিকারী শ্রী অশোক ঘোষ** (ঋণগ্রহীতা), পিতা প্রয়াত পাঁচু গোপাল ঘোষ, গ্রাম : মির্জাপুর, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পব, **শ্রী অশোক ঘোষ,** স্বত্বাধিকারী মেসার্স ঘোষ ভান্ডার, পিতা প্রয়াত পাঁচু গোপাল ঘোষ, গ্রাম : মির্জাপুর, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পব, এবং **শ্রী শেখ জাহিরুদ্দিন (জামিনদাতা)**, পিতা ইমাম বক্স, গ্রাম : মনোহরপুর, পো : মাদপুর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পব। **শাখা :** বালিগোরি।	০৩.০৫.২০২৪ এবং ২৯.০৮.২০২৪	৩১,৬১,০৫০ টাকা (একত্রিশ লাখ একষট্টি হাজার পঞ্চাশ টাকা) ০৩.০৫.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৪.০৫.২০২৪ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি পরিমাণ ১৪.৫ শতক কমবেশি শ্রেণি বাস্তু অবস্থিত মৌজা : মির্জাপুর, জেএলনং ৩৬, এলআর দাগ নং ২৫৫২(অংশ), আরএস দাগ নং ২৮০৯ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং ২৯, বন্টিত এলআর খতিয়ান নং ৯ ২২, বালিগোরি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : তারকেশ্বর, জেলা হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৩২২৩-১৯৯০ সালের তারিখ ২৫.০৬.১৯৯০, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪১, পৃষ্ঠা ৮১ থেকে ৮৬, স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী অশোক কুমার ঘোষ, **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** পাঁচু গোপাল ঘোষের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** শোভা রানি ঘোষের সম্পত্তি, **পূর্বে :** শঙ্কর শীল এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ৩১.০৮.২০২৪, স্থান : মির্জাপুর
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৯**-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্তদের কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্টএর সেকশন ১৩(৪) ধারা অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত অর্থ ও তদুপরি সুদ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা খ) অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখল নোটিশের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) শ্রী শিব শঙ্কর ঘোষ** পিতা শ্রী রঞ্জিত ঘোষ **ঠিকানা** ৭৪ বিক্রমগড় কলোনি, যাদবপুর ইউনির্ভাসিটি, কলকাতা - ৭০০০৩২ এবং ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস নং ১৭০/১৩২, নেতাজি সুভাষ রোড, থানা - নেতাজি নগর, পো- নেতাজি নগর, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) ৭০০০৪০ খ) অ্যাকাউন্ট নং **এইচবিএল - ৩৯৭৩৭৯০৩৪৭৩ এবং এইচবিএল সুরক্ষা ৩৯৭৩৭৯৩১৬২৬**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০১, চতুর্থ তলে, উক্ত প্রেমিসেসের দক্ষিণ দিকে উক্ত ভবন নির্মিত প্রেমিসেস পরিমাণ আনুমানিক ১০০৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, দুই বেড রুম, এক লিভিং/ডাইনিং রুম, এক কিচেন এবং দুই টয়লেট প্রিভি সহ এবং বারান্দা সংশ্লিষ্ট ভবনে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত মৌজা : খানপুর, থানা : যাদবপুর, সাব রেজিস্ট্রেশন আলিপুর, জেএল নং ৪৬, নথিভুক্ত সিএস দাগ নং ২২২(অংশ) এবং ২৯৪ (অংশ), ইপি নং ৪৯৯, এসপি নং ১৫৯, ডাক প্রেমিসেস নং৫/৫৩, নেতাজি নগর, পো : নেতাজি নগর, থানা : পাটুলি (পূর্বতন যাদবপুর), কলকাতা : ৭০০০৪০, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থা প্রেমিসেস নং ১৭০/১৩২, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৮ অধীন, আরও বিস্তারিত বর্ণিত স্বত্ব দলিল নং ১৬০৫০৩০২৫- ২০২১ সালের। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রী শিব শঙ্কর ঘোষ।**	**ক. ২৯.০৮.২০২৪** **খ. ২৬.০৬.২০২৪** **গ. ৫৭,২৭,১৪৫.০০ টাকা** (সাতান্ন লাখ সাতাশ হাজার একশ পঁয়তাল্লিশ টাকা) টাকা ২৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য সহ এবং ২৭.০৬.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
২.	**ক) শ্রী স্বদেশ দাস এবং শ্রীমতি আল্পনা দাস** **ঠিকানা** - ২৪/৪ উত্তম ঘোষ লেন, পো.- সালকিয়া, থানা - মালিপাঁচঘরা, হাওড়া - ৭১১১০৬, পশ্চিমবঙ্গ খ) অ্যাকাউন্ট নং **এইচবিএল - ৩৯৪৪২৩৮৫৫৫৭ এবং এইচবিএল সুরক্ষা - ৩৯৪৪২৪৩২৬০০**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সমন্বিত বসবাসের ফ্ল্যাট (লিফট সুবিধা সহ) নং ৫০২, অবস্থিত চতুর্থ তলে, পরিমাণ আনুমানিক ৭৮৫ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা খোলা কিচেন, এক ডাইনিং, এক স্টাডি রুম, এক পূজা ঘর, এক টয়লেট, ইত্যাদি। এবং একটি গ্যারাজ নং ২০৩, একতলায়, পরিমাণ আনুমানিক ২৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, হোল্ডিং নং ১৩এ, এল রোড, পো : নেতাজিগড়, থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮১২, আরএস খতিয়ান নং ৩২৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৮, ১৭৪৭ এবং ২০৭৭, জেএল নং ৯, মৌজা : বেলগাছিয়া কিসমত, এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত যা প্ল্যানে লাল কলিতে চিহ্নিত, চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে (দলিল অনুযায়ী) উত্তরে : লিফট, সিঁড়ি, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট, পশ্চিমে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি আলপনা দাস এবং শ্রী স্বদেশ দাস রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং : ০৫০২০৩০০৭-২০২০ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০২০, পৃষ্ঠা ১১৩৫২৫ থেকে ১১৩৫৭০, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর -হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	**ক. ২৮.০৮.২০২৪** **খ. ১৮.১২.২০২৩** **গ. ৩০,৫১,৩০৬.০০ টাকা** (তিরিশ লাখ একান্ন হাজার তিনশ ছয় টাকা) টাকা ১৮.১২.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ (ঋণগ্রহীতা কর্তৃক আংশিক পরিমাণ পরিশোধের ফলে বকেয়া কমে গেছে)

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
তারিখ - ৩১.০৮.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই-এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

টোকিয়োর পর প্যারিসেও সোনা, বিন্দ্রা-ভক্ত অবনীর অভিনব কীর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাল ২০০৮। বেজিং অলিম্পিক্সে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন অভিনব বিন্দ্রা। ভারতীয় ক্রীড়া জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। অলিম্পিক্সে ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের প্রথম সোনা। তৈরি হল ইতিহাস।

সাল ২০১১। মুক্তি পেল অভিনব বিন্দ্রার আত্মজীবনী 'এ শট অ্যাট হিস্ট্রি'। পদক জয়ের খিদে, লড়াই এবং সাফল্য তুলে ধরলেন ভারতীয় শুটার। সেই বইয়ে তিনি অস্বীকার করলেন শুধুমাত্র সেরা প্রশিক্ষণ বা কোচেরাই সাফল্য এনে দেওয়ার রাস্তা তৈরি করে দিতে পারে। তাঁর লড়াইয়ের সেই কাহিনি অনুপ্রেরণা দিল গোটা দেশকে, অবনী লেখারাকেও।

মাত্র ১৯ বছর বয়সে টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সে সোনা জিতেছিলেন। অলিম্পিক্সে কোনও ভারতীয় মহিলার সোনার পদক নেই। প্যারালিম্পিক্সে সেই কীর্তি গড়েছিলেন অবনী। এ বারে সেই আরও এক কীর্তি। পর পর দু'টি অলিম্পিক্সে সোনা জিতলেন অবনী। ২০১২ সাল থেকে হুইলচেয়ারে বসে থাকা অবনী বুঝিয়ে দিলেন ইচ্ছে থাকলে কোনও বাধাই কঠিন নয়।

খেলাধুলার সঙ্গে পড়াশোনাতেও প্রথম স্থানেই থাকতেন অবনী। টোকিয়োয় সোনা জয়ের পর এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, আমার মনের মধ্যে কী চলছে সেটা বলে বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছে আমি অনেক উঁচুতে বসে আছি। ব্যাখ্যা করতে পারব না এই মুহূর্তটা। জয়ের পর উত্তেজিত থাকা অবনী খেলার সময় কী ভাবে শান্ত রেখেছিলেন নিজেকে? তিনি বলেছিলেন, তনিজেকে বার বার বলছিলাম একটা করে শট নিয়ে ভাবব। একেকটা শট ধরে এগোচ্ছিলাম। কত স্কোর হল, পদক পাব কি না, এসব চিন্তাই করিনি তখন। আমার লক্ষ্য ছিল যে শটটা মারছি সেটা ঠিক মারা। সোনা জয়ের সেই অভিজ্ঞতা এ বারের প্যারালিম্পিক্সে অবশ্যই সাহায্য করেছে অবনীকে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ কোরিয়ার উনরি লি-র থেকে প্রায় ৩ পয়েন্ট বেশি পেয়ে সোনা জিতেছেন অবনী।

ন'বছর আগে প্রথম রাইফেল হাতে নেন অবনী। তাঁর বয়স তখন ১৩ বছর। অবনী বলেন, ত্রাইফেল হাতে নিলে মনে হয় যেন একটা ঘরের মধ্যে রয়েছি। বুঝতে পারি কিছু একটা যোগ রয়েছে আমার সঙ্গে রাইফেলের। লক্ষ্য ঠিক রেখে ধারাবাহিক ভাবে শুট করে যেতে হয়, এটাই করতে ভাল লাগে আমার।

২০১২ সালে গাড়ি দুর্ঘটনায় শরীরের নীচের অংশ অকেজো হয়ে গিয়েছিল অবনীর। সেই সময় তাঁর বয়স মাত্র ১১ বছর। ওখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত তাঁর জীবন। কিন্তু অবনীর বাবা সেটা হতে দেননি। মেয়েকে উদ্বুদ্ধ করেন খেলার জন্য। ভর্তি করে দেন তিরন্দাজিতে। তবে তির-ধনুক নয়, বন্দুক হাতেই নিজেকে খুঁজে পান অবনী। রাজস্থানের কলেজে আইন নিয়ে পড়াশোনা করা মেয়েটি সেই বন্দুক হাতেই ভারতকে প্রথমে সম্মান এনে দিয়েছিলেন টোকিয়োতে। এ বার সোনা প্যারিসে।

২০১৭ সাল থেকে পদক জয় শুরু করেছিলেন অবনী। যুব বিশ্বকাপে রুপো জিতেছিলেন। সেই বছর বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। ২০১৯ সালে ক্রোয়েশিয়াতে রুপো জিতেছিলেন। একই ফল ২০২১ সালেও। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন অবনী। ২০২২ সালে ফ্রান্সে সোনা জিতেছিলেন বিশ্বকাপে। ১০ মিটার এয়ার রাইফেল এবং ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে সোনা জিতেছিলেন তিনি। সেই বছর দক্ষিণ কোরিয়ায় বিশ্বকাপে রুপো জিতেছিলেন অবনী। এশিয়ান প্যারা গেমসেও সোনা জিতেছিলেন তিনি।

সরকারের তরফেও সাহায্য পেয়েছিলেন। ২০১৭ সাল থেকে তাঁকে যুক্ত করা হয় টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিমে (টপস)। ১২টি আন্তর্জাতিক বিভাগে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন অবনী। তাঁর বাড়িতে অনুশীলনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বসাতেও আর্থিক সাহায্য করেছিল সরকার।

একের পর এক পদক যতটা সহজে জিতেছেন, অবনীর জীবন ততটা সহজ নয়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, শিরদাঁড়ায় অসুবিধা রয়েছে আমার। কোমরের নীচের অংশ অবশ। এখনও রোজ পায়ের ব্যায়াম করতে হয়। একজন ফিজিয়ো রোজ আসেন। করোনার সময় উনি আসতে পারেননি। আমার মা, বাবাই সাহায্য করেছেন পায়ের ব্যায়াম করতে। যতটা পেরেছে করেছে তারা। আমার ফিজিয়ো জয়পুর থেকে আসতেন। অনেকটা রাস্তা। তাই তিনি আসতে পারেননি সেই সময়। শুটিং অনুশীলনেও ব্যাঘাত ঘটে। বন্দুকে গুলি ভরে শুট করার অনুমতি নেই বাড়িতে। নিয়ম মেনে যতটা অনুশীলন করা সম্ভব, ততটাই করেছি।

সাল ২০২১। টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে সোনা জিতে অবনী পেয়েছিলেন বিন্দ্রার শুভেচ্ছা। ২০০৮ সালের সোনা জয়ী সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'সোনা এল। শুটিংয়ে ভারতকে প্যারালিম্পিক্সে প্রথম সোনা এনে দিল অবনী। আমি গর্বিত। ইতিহাস তৈরি করা তোমার শটের জন্য শুভেচ্ছা।'

সাল ২০২৪। প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে আরও এক বার সোনা জিতলেন অবনী। শুভেচ্ছা জানিয়ে সমাজমাধ্যমে লিখলেন, প্যারালিম্পিক্সে পদক জয়ের অভিনন্দন। তোমার পরিশ্রম, দায়বদ্ধতা এবং মানসিক দৃঢ়তা দেশকে গর্বিত করেছে। শুধু পদক নয়, হৃদয় জিতে নিয়েছ। তুমি আগামী প্রজন্মের অনুপ্রেরণা।

আজ যুবভারতীতে ডুরান্ড ফাইনাল

স্বস্তি বাগানে, শুভাশিসের খেলা অনেকটাই নিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক বছর আগে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে রেকর্ড সংখ্যক ১৬তম ডুরান্ড কাপ জিতেছিল মোহনবাগান। শনিবার সেই সংখ্যা আর একটা বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ তাদের সামনে। তবে এ বার সামনে ইস্টবেঙ্গল নয়, খেলবে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। প্রথম বার ডুরান্ড কাপ ফাইনালে ওঠা দলকে নিয়ে সমীহ কোচ হোসে মোলিনার গলায়। একই সঙ্গে জানালেন, আর টাইব্রেকারে ম্যাচ ফয়সালা চান না।

শনিবার যুবভারতীতে খেলতে নামার আগে মোলিনা বলেছেন, ঘরের মাঠে খেলতে পারব ভেবে ভাল লাগছে। কিন্তু মাঠের মধ্যে ১১ জনের বিরুদ্ধে ১১ জন লড়বে। আমার মনে হয় না কোনও ম্যাচ সহজ। তা-ও আবার এটা ফাইনাল। আমার রক্ষণ ভাগ বেশ ভাল। তার মানে এই নয় যে কোনও দল আমাদের বিরুদ্ধে গোল করতে পারবে না।

নর্থইস্টে রয়েছেন আলেদ্দিন আজরাই, হামজা রেগ্রাগুইয়ের মতো মরক্কোর খেলোয়াড়। ভারতীয় বেশ কিছু খেলোয়াড়ও নজর কাড়ছেন। তবে কোনও নির্দিষ্ট ফুটবলারকে নিয়ে ভাবতে রাজি নন মোলিনা। বলেছেন, আমরা বিপক্ষের কোনও নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের দিকে নজর দিতে চাই না। আমরা গোটা নর্থইস্ট দলটাকে নিয়ে ভাবছি। ওরা খুবই ভাল দল। ওদের খেলাও আমরা দেখেছি। ওদের বিরুদ্ধে গোল করা সহজ নয়। তবে আমরা ইতিবাচক থাকতে চাই। গোল করব, এই মানসিকতা নিয়ে নামতে হবে।

ফাইনালের আগে মোলিনার চিন্তা কমেছে শুভাশিস বসুকে নিয়ে। শুক্রবারের পর শনিবারও তিনি অনুশীলন করেছেন। ফাইনালে প্রথম একাদশে কার্যত পাকাই। তবে চোটের কারণে জেমি ম্যাকলারেন, ধীরজ সিংহ, আশিক কুরুনিয়ান খেলবেন না। প্রথম একাদশ কী হবে তা এ দিন খোলসা করেননি মোলিনা। বলেছেন, আমার হাতে অনেক ভাল ভাল ফুটবলার রয়েছে। তাদের মধ্যে ১১ জনের দল বেছে নেওয়া কঠিন কাজ নয়। তবে প্রতিপক্ষকে দেখে দল বেছে নিতেই পছন্দ করি। সেই মুহূর্তে কোন ১১ জনকে খেলালে জিততে পারব সেটার সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হয়।

একই সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, তবে আবারও বলছি, যারা রিজার্ভ বেঞ্চে থাকে তারাই আসল খেলোয়াড়। পঞ্জাব ম্যাচে মনবীর, কামিংস পরে নেমে গোল করেছে। যারা বেঞ্চে রয়েছে তাদের মনে রাখতে হবে, দলের যে কোনও মুহূর্তে ওদের দরকার হতে পারে। চার-মিনিট বাকি থাকতে মাঠে নেমেও ম্যাচের ফল বদলে দেওয়া যায়।

আরও এক বার প্রশংসা করেছেন গোলকিপার বিশাল কাইথের। বলেছেন, বিশাল দারুণ গোলকিপার। ওকে নিয়ে দলের সবাই খুশি। আমি জাতীয় দলের কোচ নই। যে কোচ তাঁকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মানোলো মার্কেজকে সমীহ করি। যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভেবেচিন্তেই নিয়েছেন। বিশাল আমাদের দলকে সাহায্য করছে এতেই খুশি। বিশালের বদলে অন্য কোনও গোলকিপারকে নেওয়ার কথা ভাবতেই পারি না।

পঞ্জাব এবং বেঙ্গালুরু ম্যাচের পুনরাবৃত্তি চান না মোলিনা। সে কারণেই শেষ বেলায় বললেন, ৯০ মিনিটেই ম্যাচ শেষ করতে চাই। হয়তো সব সময় সেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। আমরা নিখুঁত দল নই। নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করি। প্রতি দিন উন্নতি করাই আমাদের লক্ষ্য। কখনও কিছু অর্জন করতে পারি, কখনও পারি না। কিন্তু চেষ্টা করি।

এ দিকে, আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় গ্রেগ স্টুয়ার্ট স্বপ্ন দেখছেন সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে প্রথম ট্রফি জেতার। তিনি বলেছেন, গত মরসুমে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলেছি। তখন থেকেই ওদের পছন্দ করতাম। সেই দলে খেলতে পেরে গর্বিত। চার সপ্তাহ হল এখানে এসেছি। আগামী কাল প্রথম ট্রফি জেতার সুযোগ রয়েছে আমাদের সামনে।

স্টুয়ার্টের সংযোজন, জেতাই প্রধান লক্ষ্য। ভাল খেলেও ট্রফি না জিততে পারলে কিছুই হবে না। প্রথম লক্ষ্য হল গোল করে দলকে ট্রফি জেতানো। তাই প্রথম একাদশে থাকতে চাই।

ইউএস ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় আলকারাজের, হার ওসাকারও

নিজস্ব প্রতিনিধি: অঘটন তো বটেই। তবে অঘটন কত বড়, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

ইউএস ওপেনে ছেলেদের এককে দ্বিতীয় রাউন্ডে র্যা ঙ্কিংয়ে ৭৪তম নেদারল্যান্ডসের বটিক ফন দে জন্ডসচুলুপের কাছে ৬,১, ৭,৫, ৬,৪ গেমে হেরে বিদায় নিয়েছেন কার্লোস আলকারাজ। স্প্যানিশ এ তারকা ছেলেদের র্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয়, ২০২২ সালের ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়নও।

ইউএস ওপেনে সর্বশেষ তিনবারই অন্তত কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন উইম্বলডন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনজয়ী ২১ বছর বয়সী আলকারাজ। ২০২১ উইম্বলডনে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায়ের পর এবারই কোনো গ্র্যান্ড স্লাম থেকে এত দ্রুত বিদায় নিতে হলো তাঁকে। এই হারে আলকারাজের একটি স্বপ্নও ভেঙে গেল। টেনিসের আধুনিক সময়ে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে এক মৌসুমে ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন জয়ের সুযোগ ছিল তাঁর সামনে।

তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় আগে প্যারিস অলিম্পিকে নোভাক জোকোভিচের কাছে সোনা জয়ের লড়াইয়ে হেরে যাওয়া আলকারাজ ঠাসা সূচির কথা বললেও আজকের হারের জন্য কোনো অজুহাত দিতে চান না। হারের পর তিনি বলেছেন, 'টেনিসের সূচি ঠাসা। রোলাঁ গারোঁ, উইম্বলডন ও অলিম্পিক মিলিয়ে অনেক ম্যাচই খেলেছি। অলিম্পিকের পর একটু বিরতি নিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত ছিল না। যতটা উদ্দীপনা পাবো ভেবেছিলাম, ততটা পাইনি এ টুর্নামেন্টে। তবে আমি কোনো অজুহাত দিতে চাই না।'

অন্যদিকে টেনিস র্যাঙ্কিয়ে শীর্ষ পাঁচে থাকা খেলোয়াড়দের বিপক্ষে ক্যারিয়ারে এ নিয়ে দ্বিতীয় জয় পেলেন দে জন্ডসচুলুপ। আলকারাজের বিপক্ষে আগের দুবার হারের পর তৃতীয়বার পেলেন জয়ের দেখা। আনন্দের আতিশয্যে এ ডাচ তারকা বলেছেন, 'আর্থার অ্যাশে রাতের সেশনে প্রথম নেমেই অবিশ্বাস্য সন্ধ্যা দেখলাম। শান্ত থাকার চেষ্টা করেছি। এসব খেলোয়াড়ের বিপক্ষে শান্ত না থাকলে তারা সুবিধা নেয়।' বার্তা সংস্থা এএফপি তাঁর এই জয়কে বিবেচনা করছে সাম্প্রতিক সময়ের গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাসে অন্যতম বড় অঘটন হিসেবে।

আলকারাজের হারের দিনে মেয়েদের এককে দ্বিতীয় রাউন্ডে র্যা ঙ্কিংয়ে ৫২তম চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিনা মুচোভার কাছে হেরে বিদায় নিয়েছেন দুবারের চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকা। ২০১৮ ও ২০২০ সালে ইউএস ওপেনজয়ী ওসাকা কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় গত বছর ইউএস ওপেনে খেলতে পারেননি। এবার বছরের শেষ এই গ্র্যান্ড স্ল্যামে ফিরলেও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলেন না। মুচোভার কাছে ৬,৩, ৭,৬ (৭/৫) গেমে হারের পর ওসাকা অবশ্য তেমন একটা হতাশ নন, 'সত্যিই মজা পেয়েছি। অনেক দর্শক উৎসাহ দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। আমার মনে হয়, এটা আমার জন্য শেখার বছর।'

১৩ তম সংস্করণ জেবিজি সাতারা হিল হাফ ম্যারাথন ১লা সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা রেকর্ড-ব্রেকিং মোট ৮০০০ অংশগ্রহণকারী নিবন্ধনের সহ, একটি অলাভজনক সংস্থা, সাতরা রানার্স ফাউন্ডেশন দ্বারা আয়োজিত অত্যন্ত প্রত্যাশিত জেবিজি সাতরা হিল হাফ ম্যারাথন (এসএইচএইচএম) এর ১৩ তম সংস্করণটি সারাদেশ থেকে দৌড়ানোর উৎসাহীদের একত্রিত করতে প্রস্তুত। ১লা সেপ্টেম্বর এই বছরের ম্যারাথনের থিম হচ্ছে আহম যোদ্ধাস্মি! বা আমি একজন যোদ্ধা! এই থিম শক্তিশালীভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটি অদম্য চেতনা থাকে, একটি যোদ্ধা যা যে কোন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে সক্ষম। সংস্কৃত বাক্যটি অংশগ্রহণকারীদেরকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে, সীমা অতিক্রম করতে এবং বিজয়ী হতে অনুপ্রাণিত করে, শুধু ফিনিশ লাইনে নয়, জীবনের আসন্ন লড়াইগুলিতে।

সাতারা রানার্স ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ সন্দীপ কেট তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, জেবিজি সাতারা হিল হাফ ম্যারাথনের ১৩ তম সংস্করণে প্রবেশ করতে গিয়ে আমি মনে করি, এই চ্যালেঞ্জিং পাহাড়গুলোতে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের অভ্যন্তরীণ যোদ্ধার প্রমাণ। 'আহম যোদ্ধাস্মি!' শুধুমাত্র একটি থিম নয়; এটি প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে তাদের দৃঢ়তা প্রকাশ করতে এবং একসাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। আমরা শুধু পাহাড় জয় করব না, বরং একে অপরকে জীবনের কষ্টগুলো অতিক্রম করতে অনুপ্রাণিত করব।

> ১লা সেপ্টেম্বর এই বছরের ম্যারাথনের থিম হচ্ছে আহম যোদ্ধাস্মি! বা আমি একজন যোদ্ধা! এই থিম শক্তিশালীভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটি অদম্য চেতনা থাকে, একটি যোদ্ধা যা যে কোন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে সক্ষম।

রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরির পর থর্পকে শ্রদ্ধা জো রুটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেকর্ড গড়া ৩৩তম সেঞ্চুরির পর প্রয়াত গ্রাহাম থর্পকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জো রুট। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে লর্ডস টেস্টের প্রথম দিন গতকাল আরেকটি সেঞ্চুরি পান রুট, যেটি এখন সাবেক অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুকের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ।

মানসিক অবসাদে ভোগা ইংল্যান্ডের সাবেক ব্যাটসম্যান ও কোচ থর্প সম্প্রতি আত্মহত্যা করেন। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রথম টেস্টে কালো আর্মব্যান্ড পরে তাঁকে স্মরণ করেছিল ইংল্যান্ড দল। রুট এবার পেলেন আরেকটি উপলক্ষ।

৯৯ রানে দাঁড়িয়ে ১২টি ডট বল দেওয়ার পর সেঞ্চুরির দেখা পান রুট। উদ্‌যাপনে আকাশের দিকে আঙুল তুলে থর্পকে স্মরণ করেন। পরে সে উদ্‌যাপন নিয়ে রুট বলেন, 'আমি অনেক মানুষের সঙ্গে কাজ করতে পেরেই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি, সেটি সিনিয়র কোনো খেলোয়াড় হোক বা কোচ আর মেন্টর হোক। তিনি (থর্প) আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন, ওই মুহূর্তে (সেঞ্চুরির সময়) তাঁকে স্মরণ করাটা দারুণ ছিল। আমি তাঁকে অনেক মিস করব, তাঁর কাছে আমার অনেক ঋণ। আমার খেলা আর আমার ক্যারিয়ারের জন্য তিনি অনেক করেছেন।'

ইংল্যান্ডের এক প্রজন্মের সেরা ব্যাটসম্যান বলে বিবেচিত থর্পই প্রথম রুটকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুযোগ দিয়েছিলেন। রুট সেটি স্মরণ করে বলেছেন, 'প্রথম শ্রেণিতে কোনো সেঞ্চুরি করার আগেই তিনি আমাকে ইংল্যান্ড লায়নসের (ইংল্যান্ড 'এ') দলে নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে স্কারবরোয়। তিনি আমার মধ্যে কিছু একটা দেখেছিলেন। যে ভারত সফরে (২০১২ সালে) আমার অভিষেক, সে সফরের যাতে আমি সুযোগ পাই এ জন্য আমাকে দিয়ে অনেক পরিশ্রম করিয়েছেন। এর পর থেকে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছিলাম।'

তবে থর্পের সঙ্গে সম্পর্কটা শুধুই কোচ আর শিষ্যের ছিল না রুটের, 'এটা আসলে এরপর অন্য একটা রূপ নেয়;আমরা বন্ধু হয়ে যাই। তার সঙ্গে সময় কাটানো অনেক উপভোগ করতাম আমরা। তার প্রতি ছোট পরিসরে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে ভালো লাগছে। আমার কাছে তিনি অনেক কিছুই ছিলেন। এটা আসলে ছোট পরিসরে একটা ধন্যবাদ।'

রুটের এ ইনিংসও ইংল্যান্ডকে অস্বস্তিকর একটা জায়গা থেকে তুলে এনেছে। ২১২ রানে ৬ উইকেট হারানোর পর গাস অ্যাটকিনসনকে নিয়ে রুট যোগ করেন ৯২ রান। রুট ১৪৩ রানে আউট হয়ে যাওয়ার পর ম্যাথু পটসকে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন ৫০ রানের জুটি গড়েন দিনশেষে ৭৪ রানে অপরাজিত থাকা অ্যাটকিনসন।

অবশ্য আলোচনায় এসেছে ইংল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ওলি পোপের ফর্ম। ওল্ড ট্রাফোর্ডে জোড়া ৬ রানের ইনিংসের পর গতকাল ১ রানে ফিরে যান এ তিন নম্বর ব্যাটসম্যান। তবে পোপকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই বলে মনে করেন রুট, 'আমার মনে হয় না ওলিকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু আছে, যা করে সেটিই করে যাওয়া উচিত তার। তার যা মেধা, সামর্থ্য আর মানসিকতা, তাতে আসলে বড় একটা স্কোর খুব দূরে নেই।'

বাংলাদেশ টেস্টে উড়িয়ে দেওয়ার মতো দল নয়, বললেন অশ্বিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশ দল সিরিজে এগিয়ে থেকে পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামবে;এমনটা ভাবেননি অনেকেই। হয়তো রবিচন্দ্রন অশ্বিনও ভাবতে পারেননি। তবে ভারতের তারকা অফ স্পিনার সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের খেলা দেখে খুশি।

রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের প্রথম ম্যাচে শান মাসুদদের ১০ উইকেটে হারিয়েছে নাজমুল হোসেনের দল। যা দেখে অশ্বিনের পর্যবেক্ষণ, বাংলাদেশ দল টেস্ট ক্রিকেটেও ভালো হয়ে উঠেছে। অন্তত উপমহাদেশের কন্ডিশনে বাংলাদেশ প্রতিপক্ষের কাছে উড়ে যাওয়ার মতো দল নয়।

ক্রিকেটের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নিয়মিতই নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আলোচনা করেন অশ্বিন। সম্প্রতি বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন ও এর জেরে ঘটা অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে নাজমুলদের জয়ের গুরুত্ব অনেক বলে মনে করেন তিনি, 'বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছে। এটা একটা অবিশ্বাস্য ভালো খবর। বিশেষ করে দেশটির মানুষ যখন একটা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কোচ, অধিনায়ক;সবার জন্যই এটা গর্বের।'

রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম টেস্টের উইকেটে বোলারদের জন্য কিছুই ছিল না উল্লেখ করে অশ্বিন পাকিস্তানের খেলায় বিস্মিত হয়েছেন বলে জানান, 'ম্যাচটা হয়েছে একটা রাস্তার মতো পিচে। বাংলাদেশ সেখান থেকে জয় তুলে নিয়েছে। এই ম্যাচের প্রথম তিন দিনে তেমন কিছুই ঘটেনি। তারপর আমি যখন একটা ফ্লাইটে উঠব, তখন পাকিস্তান আমাকে চমকে দিয়েছে। হাইলাইটস দেখে বুঝলাম, পাকিস্তান শেষ দিনে পুরোপুরি ধসে গেছে।'

প্রথম ইনিংসে ১১৭ রানে পিছিয়ে যাওয়া পাকিস্তান পঞ্চম দিন দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেট হাতে রেখে নামলেও দ্রুত অলআউট হয়ে বাংলাদেশকে মাত্র ৪০ রানের লক্ষ্য দিতে পেরেছিল। মেহেদী হাসান মিরাজ ও সাকিব আল হাসানদের স্পিনের সামনে পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ে ধরাশায়ী হওয়াটা অভাবনীয় ছিল বলে মন্তব্য অশ্বিনের, 'অনেক দিন আমি এ ধরনের বিপর্যয় দেখিনি। কোনো দলকে এমন পিচে এভাবে আত্মসমর্পণ করতে দেখিনি। উইকেটে তো তেমন কিছুই দেখলাম না। রাস্তা মনে হয়েছে। রিজওয়ানই যা একটু লড়াই করেছে। আমি আসলে বুঝতেই পারিনি, কী খেলছে পাকিস্তান।'

দুই স্পিনারের পাশাপাশি বাংলাদেশের দুই পেসার শরীফুল ইসলাম ও হাসান মাহমুদ দুর্দান্ত বল করেছেন বলে মনে করেন অশ্বিন। তাঁর মতে, তরুণ ও অভিজ্ঞদের নিয়ে দল গড়ে বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটে ভালো করার জন্য নিজেদের মতো একটা পথ বের করে নিয়েছে, 'বাংলাদেশকে জয়ের জন্য কৃতিত্ব দিতেই হবে। ওরা সর্বশেষ যখন ভারত সফরে এসেছে, তখনো আমি বলেছিলাম;ওরা ভালো খেলেছে। ওরা টেস্ট খেলার একটা ফর্মুলা খুঁজে পেয়েছে। তাদের ভালো কয়েকজন পেসার আছে। আবার লিটন দাস, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিমের মতো অভিজ্ঞরাও আছে। কিছু তরুণ আছে, যেমন জাকির হাসান, সাদমান ইসলাম; এরাও ভালো। মিরাজের অভিজ্ঞতাও খুব কাজের।'

অশ্বিনের পর্যবেক্ষণ, বাংলাদেশ এখন টেস্টের ভালো দল, 'সব মিলিয়ে বাংলাদেশ দল টেস্টে ভালো লড়াই করে। নিশ্চিতভাবেই উপমহাদেশের কন্ডিশনে ওরা উড়িয়ে দেওয়ার মতো দল নয়। তারা আমলে নেওয়ার মতো দল।'

পাকিস্তান সিরিজ শেষ করে বাংলাদেশ তাদের পরবর্তী টেস্ট সিরিজ খেলবে অশ্বিনের দলের বিপক্ষে। আগামী মাসে সেই সিরিজ হবে ভারতের মাটিতেই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**